

# ১০ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০১৭



“স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে”



সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস  
২ এপ্রিল ২০১৭

স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে



সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৯ চৈত্র ১৪২৩

০২ এপ্রিল ২০১৭

বাণী

‘স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশে ‘বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ দিবস উপলক্ষে আমি অটিস্টিক ব্যক্তিসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাঁদের অভিভাবক ও তাঁদের উন্নয়নে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

অটিস্টিক ব্যক্তিও রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকের মতো সমমর্যাদার অধিকারী। তাঁদের অন্তর্নিহিত গুণাবলি ও সৃজনশীলতা বিকাশের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব। বর্তমান সরকার অটিস্টিকসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদাকে বিবেচনায় এনে তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৌলিক অধিকার, কর্মসংস্থানসহ সকল ক্ষেত্রে কল্যাণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ফলে তাঁরা আজ রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

সভ্যতা ও উন্নয়নে অটিস্টিক ব্যক্তিগণ অনবদ্য অবদান রাখছেন। অটিস্টিক ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক মানের গড়ে তুলতে তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্ম পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তাঁরা যাতে আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী হয়ে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার সাথে দেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অবদান রাখতে পারেন তা নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। অটিজম বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, মানবহিতৈষী সংগঠন, সুধী সমাজসহ সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ চৈত্র ১৪২৩

০২ এপ্রিল ২০১৭

## বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ২রা এপ্রিল ২০১৭ দশম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল অটিস্টিক ব্যক্তি, অটিস্টিক শিশু-কিশোর, তাঁদের পরিবার ও পরিচর্যাকারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

এক সময় অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক ধারণা ছিল। আমার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ-এর নিরলস প্রচেষ্টায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর উদ্যোগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'অটিজম আক্রান্ত শিশু ও তাদের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসেবা এবং আর্থ-সামাজিক সহায়তা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাঁকে 'এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করে। সম্প্রতি সায়মা ওয়াজেদ ইউনেস্কো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ইউনেস্কো-আমির জাবের আল-আহমদ আল-সবাহ পুরস্কার' সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

সায়মা ওয়াজেদ বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন। তাঁর পরামর্শে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অটিস্টিক শিশু শনাক্তকরণ, সেবা প্রদান এবং তাদের মা-বাবা বা যত্নদানকারীদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সিনাক' (CNAC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এটিকে ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরোলজিঅর্ডার এন্ড অটিজম (IPNA)-এ রূপান্তর করা হয়েছে।

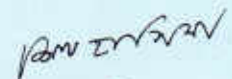
আমরা প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান, সরকারি চাকুরিতে কোটা সংরক্ষণ, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল স্থাপন, বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, প্রতিটি জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এবং অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করেছি। আমরা অটিস্টিক ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় আইন ও বিধি প্রণয়ন করেছি। এ সকল কর্মসূচি গ্রহণের ফলে অটিস্টিক শিশু ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে।

আমার বিশ্বাস, অটিস্টিক শিশু-কিশোরদের সম্ভাবনাগুলোকে চিহ্নিত করে সঠিক পরিচর্যা, শিক্ষা ও স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তোলা হলে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বোঝা না হয়ে অপার সম্ভাবনা বয়ে আনবে।

সরকারের পাশাপাশি আমি দেশী-বিদেশী সংস্থা, সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৭ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

  
শেখ হাসিনা



মন্ত্রী  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ চৈত্র ১৪২৩  
০২ এপ্রিল ২০১৭

## বাণী

সরকার অটিজমসহ প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তির এবং তার পরিবারের আজীবন সহযোগিতা ও চিকিৎসা সেবা পাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে বর্তমান সরকার অটিজম ও শ্লাম্বিকবিকাশজনিত সমস্যা নিরসনে আন্তরিকভাবে কাজ করেছে। চিকিৎসায় যাদের অগ্রগতি হয় এবং যারা শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণে ভালো সাড়া দেয় তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে। এতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা কর্মক্ষম ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে বলে আমি মনে করি। আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রায় ৫০ শতাংশ অটিস্টিকের গড় বুদ্ধিবৃত্তি রয়েছে। তাই একথা নির্দিষ্ট বলা যায়, যথাযথ শিক্ষা দিতে পারলে তারা সফল হতে পারবে।

সরকার অটিজম সমস্যায়ুক্তদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূলধারায় একীভূত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। প্রণীত পরিকল্পনা অটিস্টিক শিশুদের সহযোগিতা ও চিকিৎসা সেবাসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সহায়তা করবে।

২ এপ্রিল বিশ্বের প্রতিটি দেশে “বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস” উদযাপিত হয়। এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় “TOWARD AUTONOMY AND SELF-DETERMINATION” যা সময়োপযোগী। আমি আশা করছি আমাদের দেশে বরাবরের মত এবারও এ দিবসের গুরুত্ব জনসাধারণের কাছে সার্থকভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে এবং বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপিত হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ নাসিম, এমপি



মন্ত্রী  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ চৈত্র ১৪২৩  
০২ এপ্রিল ২০১৭

## বাণী

“স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও ২ এপ্রিল, ২০১৭ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। ১০ম বারের মত উদযাপিত অটিস্টিক শিশুদের জন্য নির্ধারিত এই দিবসে সকল অটিস্টিক শিশু, তাদের পরিবার, অটিজম নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এই দিনটি সাধারণ মানুষের মাঝে অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস। সরকার দেশের অন্যান্য সকল নাগরিকের মতো অটিস্টিক শিশু ও প্রতিবন্ধী নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। অটিস্টিক ব্যক্তিদের আত্মপ্রত্যয়ের সাথে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করছে। প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন অটিস্টিক শিশু যাতে শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে না থাকে সেজন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে অটিস্টিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ বই উৎসবের দিন যাতে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরাও বই পায়, সে লক্ষ্যে বিনামূল্যে তাদের উপযোগী ব্রেইল বই বিতরণ করা হচ্ছে। এদের বাদ দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। অটিস্টিক শিশু সনাক্তকরণ ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনাক স্থাপন করা হয়েছে। অটিস্টিক শিশুরা যাতে স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের সাথে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য আরো কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অটিস্টিক ব্যক্তিদেরও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। আমরা এগিয়ে যাব উন্নয়নের সোপানের দিকে, গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ।

১০ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে অটিস্টিক ব্যক্তিদের বিষয়ে সমাজের সকল মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এটাই প্রত্যাশা।

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি



প্রতিমন্ত্রী  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ চৈত্র ১৪২৩  
০২ এপ্রিল ২০১৭

## বাণী

আজ ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। দিবসটি উপলক্ষে আমি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দেশের সকল অটিস্টিক শিশু, তাদের পরিবার এবং অটিস্টিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে “Toward Autonomy and Self Determination” অর্থাৎ “স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে” যা অত্যন্ত কার্যকর ও যুগোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১০ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যের সাথে পালনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ব্যাপক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। কিছুকাল পূর্বেও অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সমাজের একটি নেতিবাচক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা বিদ্যমান ছিল। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এ বিষয়ে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান সরকার অটিস্টিক ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ২০১৩ সালে “নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন” প্রণয়ন করে। আইনটি যথাযথভাবে কার্যকর করতে ইতোমধ্যে বিধিমালাও প্রণীত হয়েছে। এছাড়া, অটিস্টিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এটি প্রণীত হলে আইন, বিধি ও কর্মসূচিসমূহ যথোপযুক্তভাবে কার্যকর করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সুচিন্তিত দিক নির্দেশনায় বর্তমান সরকার নিরলসভাবে এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

অটিস্টিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণে দেশের সকল নাগরিক, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাদের জন্য আমরা অবশ্যই একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি ১০ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০১৭ এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

  
নুরুলহামান আহমেদ, এমপি



সভাপতি  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি  
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

১৯ চৈত্র ১৪২৩  
০২ এপ্রিল ২০১৭

## বাণী

২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। আজকের এই দিবস উপলক্ষে আমি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দেশের সকল অটিস্টিক শিশু, তাদের পরিবারসহ সকলকে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রতিবছরের ন্যায় জাতিসংঘ এবছরও এ দিবস পালনে একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে “Toward Autonomy and Self Determination” বাংলাতে “স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে” যা অত্যন্ত কার্যকর ও সময়োপযোগী একটি বার্তা বলে আমি মনে করি।

একটা সময় ছিল যখন সমাজের মানুষ অটিস্টিক শিশু বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি নেতিবাচক, অযৌক্তিক ও অস্বচ্ছ ধারণা পোষণ করতো। আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নয়ন ও ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির ফলে সেই প্রাচীন ধ্যান-ধারণা ও সার্বিক পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পাশাপাশি অটিস্টিক ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ২০১৩ সালে “নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন” নামে একটি আইন প্রণয়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও উদ্যোগে বর্তমান সরকার অটিস্টিক ব্যক্তিদের উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

অটিজম রোধে সমাজের সকল সচেতন ও বিত্তবান মানুষ এগিয়ে আসবেন সেই প্রত্যাশা করি। সেই সাথে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্বৈচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০১৭ উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সকলকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।

(স্বাক্ষর) মোঃ মোজাম্মেল হোসেন

ডাঃ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, এমপি





সচিব  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ চৈত্র ১৪২৩  
০২ এপ্রিল ২০১৭

## বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে সকল মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছেন। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের সময়-কালে বৈষম্য পীড়িত প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য দু'টি আইন প্রণীত হয়েছে। এর একটি "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩" অন্যটি "নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩"।

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) প্রকৃত পক্ষে প্রতিবন্ধী শিশুদের কাজে আসেনি। ইহা প্রমাণিত হওয়ায় ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ অনুমোদিত হয়। আর তখন হতে সারা বিশ্বে ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার এই আন্দোলনে সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

আজ ২ এপ্রিল, বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। এবারে দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-"স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে"- "Toward Autonomy and Self-Determination"। অটিজম বৈশিষ্ট সম্পন্ন শিশুদের সমাজের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে তাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়ে স্বকীয়তার দিকে নিয়ে যেতে হবে। তাদের মূল শ্রোতধারায় আনয়নের জন্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি কর্তৃক নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু চলার পথ এখনও শেষ হয়নি। তবে সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা অসীম লক্ষ্যে পৌঁছাব ইনশাআল্লাহ।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপনে যে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি সহায়তা করেছেন তাদের সাধুবাদ জানাই এবং এ দিবসের সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ জিন্মার রহমান



চেয়ারপার্সন  
নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল  
প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

১৯ চৈত্র ১৪২৩  
০২ এপ্রিল ২০১৭

## বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে ১০ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন উপলক্ষে আমি অটিক্রান্ত আক্রান্ত ব্যক্তি, শিশু ও তাদের পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এ দিবস আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও শিশু তাদের মেধা ও মনন দিয়ে সম্পাদিত কার্যক্রম সকলের সামনে তুলে ধরার সুবর্ণ সুযোগ ও অব্যাহত আনন্দ পায়। এতে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তাদের সংগীত, চিত্রকলা ও অন্যান্য সুকুমার বৃত্তির বিকশিত কার্যক্রম আমাদেরকে অভিভূত করে। তাদের উন্নয়নে বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য আমরা উজ্জীবিত হই।

অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে, আমাদের দেশে তাদের জন্য আইন ও বিধিমালা তৈরী এবং তাদের উন্নয়নে ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র, দেশের ১০৩ টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে অবস্থিত NDD কর্ণারের সেবাদানকারীদের মাধ্যমে অটিক্রান্ত আক্রান্তদের সনাক্তকরণ, কাউন্সেলিং ও থেরাপিউটিক সেবা দেয়া হয়। সব কিছুই সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও প্রতিবন্ধীদের জন্য তাঁদের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের ফলশ্রুতিতে। মহান নেতৃত্ববৃন্দের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

১০ম বিশ্ব অটিক্রান্ত সচেতনতা দিবসের প্রতিপাদ্য হলো “স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে” যার মর্মার্থ অটিক্রান্ত আক্রান্ত এই বিশেষ শিশুদেরকে তাদের চিন্তা চেতনা অনুযায়ী কাজ করতে দেয়া এবং নিজেদের বিষয়ে নিজেদেরকেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া।

আসুন আমরা সবাই মিলে এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে যার যার অবস্থান থেকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করি। তাহলেই সম্ভব হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার, যেখানে থাকবে না মানুষে মানুষে কোন বৈষম্য, ক্ষুধা, দারিদ্র এবং অর্জিত হবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ত্বরান্বিত হবে ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন।

আমি ১০ম বিশ্ব অটিক্রান্ত সচেতনতা দিবসের সর্বঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ডাঃ গোলাম রব্বানী



## সম্পাদনা পর্ষদ

**খন্দকার আতিয়ার রহমান**

অতিরিক্ত সচিব (কার্যক্রম)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

**খুরশিদ আলম চৌধুরী**

প্রকল্প পরিচালক

জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, মিরপুর, ঢাকা।

**মো: শাহজাহান আলী**

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ( যুগ্ম-সচিব)

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

**আবেদা আকতার**

উপসচিব (কার্যক্রম)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

**ড. মো: আবুল হোসেন**

উপসচিব

গবেষণা, প্রকাশনা ও মূল্যায়ন অধিশাখা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অটিজম কোন রোগ নয়। শিশুদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক শৃঙ্খল বিকাশজনিত সমস্যা, যা শিশুর সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে। অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। ভিন্নভাবে সক্ষম এ শিশুর প্রতিভা কাজে লাগিয়ে তাদের কে স্বাবলম্বী ও সমাজের মূল শ্রোতধারায় নিয়ে এসে দেশের উন্নয়ন অবদানের সুযোগ দেয়া সম্ভব। তবে কিছুদিন পূর্বেও আমাদের দেশে অটিজম সম্পর্কে তেমন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফলে এ সকল শিশু ও তাদের পরিবারকে নান বিড়ম্বনায় পড়তে হতো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ জনাব সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের উদ্যোগে ২০১১ সালে ঢাকা সম্মেলনের পর থেকে বাংলাদেশে অটিজম নিরাময় এবং করণীয় নির্ধারণে নির্দেশনা প্রদানের প্রেক্ষিতে ১৪টি মন্ত্রণালয় নিয়ে গঠিত হয়েছে টার্ক ফোর্স; ৮টি মন্ত্রণালয় বিভাগ নিয়ে গঠিত হয়েছে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি। তার মধ্যে অটিজম নিয়ে সরাসরি কার্যক্রম পরিচালনা করা ৫টি মন্ত্রণালয় হলো- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণ-শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতি বৎসর ২এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালনের প্রেক্ষাপটে অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও ২এপ্রিল ২০১৭, ১০ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও নির্বাচিত বেসরকারি সংগঠনের কার্যক্রম এ প্রকাশনায় তুলে ধরা হলো:

## সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কার্যপ্রণালী বিধি মোতাবেক যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধী এবং সমাজের অসহায় ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও যত্নশীল জীবন গঠনের দায়িত্ব পালন করে। সেবা প্রত্যাশীদের সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বাজেট নির্ধারণ এবং সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান মন্ত্রণালয় থেকে করা হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয় প্রণীত আইন ও বিধিবিধানের আলোকে সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ মাঠ পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট চাহিদা ভিত্তিক এসকল জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদান করে থাকে।

## সমাজ সেবা অধিদফতর

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের জীবনমান উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। সমাজসেবা অধিদফতর বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত ব্যক্তির কল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষায় এবং তাদের পুনর্বাসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ বৈষম্যের শিকার। অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ইন্দ্রিয়গত সমস্যাদি নিরসন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনে উন্নয়নের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার নিমিত্তে 'স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে' প্রতিপাদ্যকে সাথে নিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়স্বতন্ত্র সমাজ সেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি নিম্নরূপ :

**আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন :**

অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার নিমিত্ত 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩' এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও কল্যাণে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১৪' ও 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৪' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সকল আইন ও বিধিমালা প্রণয়নে সমাজ সেবা অধিদফতর মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩' এর ১৩ নং ধারা মোতাবেক 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড' গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ড গঠনসহ ট্রাস্টের যাবতীয় কার্যক্রমে সমাজ সেবা অধিদফতর কর্তৃক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদফতর ভবনের ১০ম তলায় 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর কার্যালয়' অবস্থিত রয়েছে। সেখান থেকে ট্রাস্টি ও ট্রাস্টি বোর্ডের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

**সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম :**

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের সাধারণ স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে একই পরিবেশ ও পাঠ্যক্রমের আওতায় শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে এ কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের ৬৪ জেলায় ৬৪ টি সাধারণ স্কুলে ৬৪০ টি আসনের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ২৬৮ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। মোট ১১৬২ জন কে পুনর্বাসন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত পিএসসি পরীক্ষায় ৮৯ জন, জেএসসি পরীক্ষায় ২৩ জন ও এসএসসি পরীক্ষায় ১৫ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে এবং সকলেই কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। পিএসসি ও জেএসসি উভয় পরীক্ষায় মোট ৪৩ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এ+ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

#### সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় :

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৬২ সাল থেকে ৫ টি আবাসিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। আসন সংখ্যা ৩৪০ এবং উপকৃত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ২,৫৬২। ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় ৪ জন এবং পিএসসি পরীক্ষায় ৫ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করেছে এবং প্রত্যেকেই এ+ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

#### মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান :

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের লালন-পালন ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার রউফাবাদে এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের শিশুদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ সহ ফিজিও থেরাপি, স্পিচ থেরাপি ও সাইকো থেরাপি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। আসন সংখ্যা ৭৫ এবং এ পর্যন্ত সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে উপকৃতের সংখ্যা ১০৯ জন।

#### প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি :

প্রতিবন্ধী জন গোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র, অসহায়, সুবিধা বঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরদের শিক্ষা লাভে সহায়তা হিসেবে ২০০৭-০৮ অর্থ বছর থেকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। সমাজ সেবা অধিদফতরের মাধ্যমে শুরুতে ১২ হাজার ২১৯ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। মাসিক উপবৃত্তির হার প্রাথমিক স্তরে ৫০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৬০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৭০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭০ হাজার জনকে শিক্ষা উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

#### শেখ ফজিলাতুল্লাহ মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নাসিং কলেজ :

সমাজ সেবা অধিদফতর ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সহযোগিতায় জানুয়ারি ২০১০ - জুন ২০১৩ মেয়াদে গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে স্থাপিত শেখ ফজিলাতুল্লাহ মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নাসিং কলেজে দরিদ্র রোগীর পাশাপাশি অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু এবং মহিলাদের কমপক্ষে ৩০% রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ২ টি ফ্লোরে অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিশেষ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

#### এক্সপেনশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট :

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট অবস্থিত 'প্রয়াস' এর বিদ্যমান সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, যে সকল শিশুদের বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথাযথ উন্নয়ন, বিশেষ যত্ন প্রদান, সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অক্টোবর ২০১১- জুন ২০১৪ মেয়াদে 'এক্সপেনশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়। সেনানিবাস এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয়টিতে ৪০০ জন অটিস্টিক শিশুকে শিক্ষা এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

#### ইন্সটিটিউট ফর অটিস্টিক চিল্ড্রেন এন্ড ব্লাইন্ড, ওল্ড হোম এন্ড টি এন মাদার চাইল্ড হাসপাতাল :

ঢাকার সন্নিকটে সাভারের হেমায়েতপুরে ২০০৯ হতে ২০১২ মেয়াদে স্থাপিত ইন্সটিটিউট ফর অটিস্টিক চিল্ড্রেন এন্ড ব্লাইন্ড, ওল্ড হোম এন্ড টি এন মাদার চাইল্ড হাসপাতাল সাভার এলাকার জন সাধারণ বিশেষ করে অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের বিশেষ ধরনের সেবা প্রদান করা হয়।

#### প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ :

'প্রতিবন্ধী জরিপে অংশ নিই, দিন বদলের সুযোগ দিন' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের লক্ষ্যে সমাজ সেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত সারাদেশে ১৮,০৩,৪৫৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তন্মধ্যে ১৪,৫৫,২০৫ জনের চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম সম্পাদনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম চলছে।

ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে অটিস্টিক ব্যক্তিসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে। এ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে এ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বাস্তব সম্মত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং বাদপড়া কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলায় তার নাম নিবন্ধন করতে পারবেন।

- অটিজম সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিবছর ২ এপ্রিল স্বেচ্ছাসেবী ও পেশাজীবী সমাজ কর্মী এবং সমাজ সেবা অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে র্যালী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- সমাজ সেবা অধিদফতরের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির আলোকে অধিদফতরের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশব্যাপী জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে যোষিত প্রতিপাদ্যের তাৎপর্য তুলে ধরে প্রশাসনের কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ সমাজের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে দেশব্যাপী র্যালী, আলোচনা সভা এবং অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের অংশ গ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বাপন।
- প্রতিবছর ২ এপ্রিল অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে সমাজ সেবা ভবন ও জেলা সমাজ সেবা কার্যালয় ভবনে নীলবাতি প্রজ্জ্বলন করণ ও জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ অন্যান্য সরকারি ভবনসমূহে নীলবাতি প্রজ্জ্বলনে উদ্যোগী ভূমিকা পালন ও এতদবিষয়ে দেশব্যাপী সচেতনতা তৈরিকরণ।
- অটিজম সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি ও রেডিও-টেলিভিশনে বিশেষ টক-শো এর আয়োজন।
- সমাজ সেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধিত অটিজম বিষয়ক কাজে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে উৎসাহিতকরণ ও সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

## নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট অটিজম প্রতিকার ও বাংলাদেশ

স্নায়ুবিকাশের ভিন্নতাজনিত সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিতে মানুষ যথাযথভাবে সামাজিক যোগাযোগ সংরক্ষণ, চলাফেরা, ভাববিনিময় এবং দৈনন্দিন কার্যনির্বাহে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণে সমর্থ হয়না। স্নায়ুবিকাশের ভিন্নতার প্রধান ধরনগুলো হলো অটিজম, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীতা, সেরিব্রাল পালসি।

অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুর/ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা রষ্ট্রীয় পর্যায়ে হতে নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের আইনী সুরক্ষা কাঠামোগুলি হলো : (ক) ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরবর্তীতে সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে সমাজে নানা কারণে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুসংহত করার লক্ষ্যে জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের সংবিধানে অগ্রাধিকার বা কোটার বিষয়টি সন্নিবেশিতকরণ; (খ) ২০০৬ সনের ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১তম অধিবেশনে “ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ (UNCRPD) ” অনুমোদিত হলে বাংলাদেশ কর্তৃক ২০০৭ সনে এ সনদে স্বাক্ষর এবং ২০০৮ সনে অনুসমর্থন; (গ) ২০১১ সনে ২৫-২৬ জুলাই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ জনাব সায়মা ওয়াজেদ হোসেন দক্ষিণ এশিয়ার রষ্ট্রে ও সরকার প্রধান এবং নীতি নির্ধারকদের নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ঢাকায় সম্মেলনের আয়োজন করেন। (ঘ) অটিজম, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীতা, সেরিব্রাল পালসি আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় ২০১৩ সনে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়ন; (ঙ) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধীতা নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক বেসরকারি সংস্থা সমূহের নিবন্ধন, অভিভাবক নিয়োগ পদ্ধতিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদনের নির্দেশনা সম্পর্কিত নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন। এসকল আইনী বিধি-বিধান এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য রূপায়ন ও বাস্তবায়নে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও কর্মপরিচালনা নিম্নরূপ:

### বিভিন্ন কমিটিসমূহ গঠন:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৫ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন;
- ২০১২ সালে জনাব সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে সভাপতি করে ০৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন;
- অটিজম ব্যক্তি, তাদের পরিবার/অভিভাবক এবং অটিজম ব্যক্তিদের সেবার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান, সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্য যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা সমন্বয়ে ২৯ সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন;
- জেলার সমাজসেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ১২ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কমিটি গঠন;
- দেশের সকল হাসপাতালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে
- সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ককে প্রধান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে;
- ১৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সমন্বয়ে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন;
- ১৭ সদস্য বিশিষ্ট টেকনিক্যাল গাইডেন্স কমিটি গঠন।

### আর্থিক বরাদ্দ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত :

- ট্রাস্টি বোর্ড ও সরকারের অনুমোদনক্রমে ট্রাস্টের স্থায়ী ও চলতি তহবিলের অনুকূলে মোট ৩০ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা বিভিন্ন মেয়াদি (১ বৎসর, ৬ মাস, ৩ মাস) এফডিআর করা হয়েছে।
- ২০১৩-১৪ সন হতে ট্রাস্টের স্থায়ী তহবিল গঠনের লক্ষ্যে ২৬ কোটি টাকা এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ১০ কোটি টাকা সরকার কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৩-১৪ সন হতে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে ৫ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- অটিজম আক্রান্ত দুঃস্থ ব্যক্তি/ পরিবারের অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ১০০০ জন কে মাথাপিছু ১০,০০০ টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াজাত রয়েছে।
- অটিজম সনাক্তকরণ, ব্যবস্থাপত্র প্রদান, ডাক্তার, নার্স, অভিভাবক, পিতামাতা ও অটিজম কার্যক্রম সংশ্লিষ্টদের অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও গবেষণা পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (BSMMU) ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিসওর্ডার এন্ড অটিজম (IPNA) প্রতিষ্ঠা;
- অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা, চিকিৎসাসহ কর্মদক্ষতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পূর্বাচলে ৮ নম্বর সেটরে NAAND প্রতিষ্ঠার জন্য ৩৫৯.১৩ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ এবং ৩.৩৩ একর জমি বরাদ্দ প্রদান।

- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সদস্যদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে ইপনা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২টি অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে।

#### কর্মপরিকল্পনা :

- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সনাক্তকরণ ও প্রতিবন্ধিতার মাত্রা নিরূপণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- নিজ পরিবারের সাথে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বসবাস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার পরিবারের সংকটকালে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য নিবন্ধিত সংগঠনকে সহায়তা প্রদান;
- প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রার আলোকে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একীভূত শিক্ষা কিংবা বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা স্থাপনে ব্যক্তি বা সংস্থাকে উৎসাহ প্রদান;
- দীর্ঘ মেয়াদী অসুস্থ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের জন্য তাদের উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা স্থাপনে ব্যক্তি ও সংস্থাকে উৎসাহ প্রদান এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ ও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন;
- দেশের হাসপাতালসমূহে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাযথ চিকিৎসার নিমিত্ত একটি পৃথক ইউনিট বা ওয়ার্ড নির্দিষ্ট করণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ;
- উত্তরাধিকার প্রাপ্তি এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিসহ সকল প্রকার সম্পত্তি নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্তৃক ভোগ দখল নিশ্চিত করার নিমিত্ত যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আবাসিক হোস্টেল বা আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন;
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাতা-পিতা বা অভিভাবকের মৃত্যুতে অভিভাবক ও ট্রাস্টি মনোনয়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন;
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা নিশ্চিতপূর্বক তাদের উপযোগী কর্মক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং কর্মে সম্পৃক্তকরণ;
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিভাবকত্ব অনুমোদন এবং তদলক্ষ্যে জেলা কমিটি গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের অগ্রগতি;
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ওয়ান স্টপ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান;
- ওয়ান স্টপ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কমিটির সদস্যদের অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

সরকারের পাশাপাশি সূচনা ফাউন্ডেশন, ডিজএ্যাবল্ড রিহ্যাবিলিটেশন এ্যান্ড রিসার্চ এ্যাসোসিয়েশন ডিআরআরএ, পিএফডিএ, স্কুল ফর গিফটেড চিলড্রেন (এসজিসি), সোসাইটি ফর এডুকেশন এন্ড ইনক্লুশন অব দি ডিসএ্যাবল্ড (সীড), সোসাইটি ফর দ্যা ওয়েলফেয়ার অব দ্যা ইন্টেলেকচুয়ালী ডিজএ্যাবল্ড (সুইড), পরশ এর ন্যায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদার, সমাজহিতৈষী ব্যক্তি, অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিসএ্যাবিলিটিস বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের বিকাশে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে আন্তরিকভাবে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তির কল্যাণে অংশ গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্যের ভিত্তিতে সকলের জন্য সমঅধিকার, ন্যায়পরতা ও সুন্দর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশ অচিরেই উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হওয়ার গৌরব অর্জনে সক্ষম হবে।

## জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অটিজমসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে অনেক ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সেবা ও সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা এবং জাতিসংঘ ঘোষিত UNCRPD এর নীতিমালা অনুসরণ করা আমাদের দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রণীত 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' এবং নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ এর আলোকে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবন ধারণ, সমমর্যাদা, অধিকার, থেরাপি সেবা ও পুনর্বাসনে সহায়তাসহ পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং একীভূত সমাজব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের প্রধান লক্ষ্য। এই প্রতিষ্ঠান থেকে সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবার পাশাপাশি নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী বিশেষ করে অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তি/শিশুদেরও বিশেষ সেবা দেয়া হয়ে থাকে।

### অটিজম রিসোর্স সেন্টার

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন চত্বরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ এপ্রিল ২০১০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে অটিজম রিসোর্স সেন্টারের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ১ জন সিনিয়র সাইকোলজিস্ট, ১ জন সহকারী সাইকোলজিস্ট ও ১ জন কনসালট্যান্ট (ফিজিওথেরাপি) কর্মরত আছেন। তাদের মাধ্যমে অটিজমের শিকার শিশু ও ব্যক্তিবর্গকে উক্ত সেন্টার থেকে বিনামূল্যে নিয়মিত বিভিন্ন সেবা প্রত্যাশীদের দৈনন্দিন কার্যাবলীর প্রশিক্ষণসহ রেফারেল ও অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও, সাইকোলজিস্টগণ মাঠ পর্যায়ে সফর করে বিভিন্ন কেন্দ্রে আগত সেবা প্রত্যাশী অভিভাবকদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করে থাকেন। ২০১০ সালে অটিজম রিসোর্স সেন্টারটি চালু হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ ৬৬৯৪ জন অটিজমের শিকার শিশু ও ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সার্ভিস প্রদান ও তাদের পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অটিজম রিসোর্স সেন্টার উদ্বোধন করছেন।

### (ক) সেবাসমূহ

- সর্নাজকরণ
- এসেসমেন্ট
- অকুপেশনাল থেরাপি
- স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি
- ফিজিওথেরাপি
- কাউন্সেলিং
- রিসোর্স বেইজড সেমিনার
- গ্রুপ থেরাপি প্রদান
- দৈনন্দিন কার্যাবলী প্রশিক্ষণসহ রেফারেল সেবা প্রদান
- অটিজম আক্রান্ত শিশুদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণ

### (খ) সেবা গ্রহণকারী

- (ক) অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD)
- (খ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী (ID)
- (গ) সেরিব্রাল পালসি (CP)
- (ঘ) ডাউন সিনড্রোম (DS) ও  
ইত্যাদি সম্পন্ন ব্যক্তি, শিশু ও তাদের মা-বাবা/অভিভাবক।



## প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র



অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশুকে স্পিচ থেরাপি দেয়া হচ্ছে।

২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-২০১৫ সময়কালে সারাদেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় সর্বমোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি এর মাধ্যমে অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তি এবং অন্যান্য ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপিউটিক ও কাউন্সেলিং সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

### অটিজম ও এনডিডি কর্ণার

Early Detection, Assessment, Early Intervention নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় পরিচালিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে একটি করে অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ১০৩টি কেন্দ্রে কর্মরত কনসালট্যান্ট (ফিজিওথেরাপি), ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপিস্ট, থেরাপি সহকারী, টেকনিশিয়ান-১(অডিওমেট্রি) এবং টেকনিশিয়ান-২ (অপটোমেট্রি) তাদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশু/ব্যক্তিদের নিম্নোক্ত সেবা প্রদান করে থাকেন।

- সনাক্তকরণ
- ফিজিওথেরাপি
- অকুপেশনাল থেরাপি
- স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি
- অডিওমেট্রি
- অপটোমেট্রি
- সাইকো সোস্যাল কাউন্সেলিং
- গ্রুপ থেরাপির মাধ্যমে খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণ
- অভিভাবকদের কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণ



অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশুদেরকে গ্রুপ থেরাপি দেয়া হচ্ছে।

### প্যারেন্টস কমিটি গঠন

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিটিতে একটি করে প্যারেন্টস কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের সমস্যা ও চাহিদা নিয়ে নিয়মিত মতবিনিময় করেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন।

### স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম



অটিজম সমস্যাগ্রস্ত ছাত্র/ছাত্রীপণ অধ্যয়নরত।

অক্টোবর, ২০১১ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। ঢাকা শহরে ৪ টি (মিরপুর, লালবাগ, উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী) এবং ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি (রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট) ও গাইবান্ধা শহরে ১টিসহ মোট ১১টি স্কুল চালু করা হয়েছে। এসব স্কুলে ৩৮ জন শিক্ষক/কর্মচারীর দ্বারা ১৪৪ জন ছাত্র/ছাত্রীকে বিশেষ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া দেশের প্রতিটি জেলায় স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

### ভ্রাম্যমান ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে ৩২টি ভ্রাম্যমান থেরাপি ভ্যান এর মাধ্যমে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়াল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ বিতরণ ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৩২টি ভ্যানের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত থেরাপিউটিক সেবা গ্রহিতার সংখ্যা ১,৩৭,৬৪০ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা ২,০২,১০৫। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রতিবন্ধী মানুষের দোর গোড়ায় থেরাপি সেবাগুলো পৌঁছে দেয়া এই ভ্রাম্যমান ভ্যান সার্ভিসের অন্যতম লক্ষ্য। এসবের মধ্যে অটিজম আক্রান্তদের সেবা প্রদান অন্যতম।

### প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থার পথ সুগম করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯' প্রণয়ন করেছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অব ইনটেলেকচুয়ালি ডিজএবল (সুইড) বাংলাদেশ এর ৫০ টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন (বিপিএফ) এর ৭টি ইনক্লুসিভ স্কুল ও ঢাকা

ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত প্রয়াস এর ১টি ও অন্যান্য জেলায় ৪টিসহ সর্বমোট ৬২ টি বিশেষ/বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষক/কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হচ্ছে। উক্ত স্কুলসমূহে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৭৭০৯ জন ও শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা ৮৩৭ জন। এ সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে অটিজম আক্রান্ত শিক্ষার্থীও রয়েছে। নীতিমালাটি আরো যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

#### অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অটিজম বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত ১৭টি ব্যাচে বিভিন্ন জেলা/উপজেলার ৫৫২ জন অটিজম আক্রান্ত শিশুদের অভিভাবক/পিতা-মাতা/কেয়ারগিভারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

#### ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে কাউন্সেলিং সার্ভিস প্রবর্তন

কমিউনিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষক তৈরী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে সেবা সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এবং দেশব্যাপী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সাইকোলজিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপিস্ট সমন্বয়ে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে সেবা প্রত্যাশীগণ একত্রিত হন এবং সরাসরি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ করেন।

#### সেমিনার ও ওয়ার্কশপ

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিগত সময়ে ১২টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি, অটিজম ও প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের অংশগ্রহণে উক্ত সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এই কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

#### নীলবাতি প্রজ্জলন



জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে নীল বাতি প্রজ্জলন

অটিজম বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী Light It Up Blue (LIUB) বা নীলবাতি প্রজ্জলন একটি অতি জনপ্রিয় ও কার্যকর পদ্ধতি। প্রতিবছর ২ এপ্রিল জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর প্রধান কার্যালয়সহ ও ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে নীল বাতি প্রজ্জলন করা হয়। বঙ্গবন্দন, গণভবন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতরসহ অটিজম নিয়ে কাজ করে এমন বেসরকারি ভবনেও ২ এপ্রিল নীল বাতি প্রজ্জলনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

#### গণসচেতনতা

গ্লোবাল অটিজম বাংলাদেশ এর কারিগরি সহায়তায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক মুদ্রিত নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের পর্যায় ও বিভিন্ন সেবা প্রদানের দিক নির্দেশনা সম্বলিত পোস্টার এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তৈরীকৃত বুকলেট, লিফলেট দেশের ১০৩টি স্থানে প্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কর্মক্রম সম্পর্কিত বিলবোর্ডও স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন সেবা প্রদান সম্বলিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একাধিক প্রামাণ্য চিত্রও তৈরী করা হয়েছে যা বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রদর্শন করা হয়।



অটিজম শনাক্তকারার ছবি সম্বলিত পোস্টার

#### অটিজম আক্রান্তদের সেবা সম্প্রসারণ

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ঢাকার মিরপুরে ১৫তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ চলছে। উক্ত প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্সে অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিশেষ স্কুল, ডরমিটরি, মান্টিপারপাজ হল, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, ডে-কেয়ার সেন্টার ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। ২০১৮ সালের জুন মাসে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে অটিজম আক্রান্ত শিশু আরও অধিক সেবা ও সহায়তার আওতায় আসবে।

## স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

**অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ে স্টিয়ারিং কমিটি, টেকনিক্যাল গাইডেন্স কমিটি ও জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন ও কার্যক্রম:**

বাংলাদেশে অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা নিরসনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা কার্যকরণ, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনের জন্য ২০১২ সালে ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সমন্বয়ে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কাজের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় ১৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সমন্বয়ে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য সংখ্যা ২৭ এ উন্নীত করা হয়। এ পর্যন্ত কমিটির ১৭ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবলী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ২০১২ সালে সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে সভাপতি করে ০৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি টেকনিক্যাল গাইডেন্স কমিটিও রয়েছে।

**অটিজম বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন:**

২০১১ সালের ২৫ জুলাই বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক ১ম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এর আয়োজন করা হয়। Autism Speaks এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে দেশী ও বিদেশী এক হাজারেরও অধিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণে এ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ কনফারেন্সের সাফল্য দেশে ও বিদেশে Autism Spectrum Disorder সম্পর্কিত ব্যাপক কর্ম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে Autism Spectrum Disorder মোকাবেলায় সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে গভীর অভিনিবেশ সহযোগে ২০১২ সাল থেকে একটি বহুমুখি কৌশলপত্র প্রণয়নের কাজ শুরু হয়।

**“অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক সেল” গঠন:**

অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনায় এ সংক্রান্ত কার্যাদি দ্রুততার সাথে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ২০১৪ সালে সাময়িকভাবে “অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক সেল” গঠন করা হয়েছে। সেলটিতে একজন মহাপরিচালক, একজন প্রধান সমন্বয়ক, একজন পরিচালক, দুইজন উপপরিচালক আছেন। বর্তমানে অটিজম সেলকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

**ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (IPNA) প্রতিষ্ঠা:**

শিশুদের অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যার চিকিৎসা সেবা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর নিউরোডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন (CNAC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির কলেবর বৃদ্ধি করে অটিজম রোগ শনাক্তকরণ, ব্যবস্থাপত্র প্রদান, ডাঙ্কার, নার্স, অভিভাবক, পিতামাতা ও অটিজম কার্যক্রম সংশ্লিষ্টদের অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, অটিজম শিশুদের জন্য বিশেষায়িত স্কুল পরিচালনা এবং অটিজম বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (IPNA) নামে আলাদা ইনস্টিটিউট হিসেবে রূপান্তর করা হয়।

**Early Screening Tool প্রণয়ন:**

বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক অটিজম সনাক্তকরণের প্রাথমিক Early Screening Tool প্রণয়ন কার্যক্রম সমাপ্তি পর্যায়ে রয়েছে। এ Tool প্রণয়ন হলে অটিজম সমস্যাটি প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্তকরণ নিশ্চিত করা যাবে। এতে উপযুক্ত সময়ে যথাযথ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সমস্যায়ুক্তদের জীবনমান উন্নততর করা সম্ভব হবে। একই সাথে Structural Referral System গড়ে তোলার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এ সকল সমন্বিত কার্যক্রমের ফলে অটিজম সমস্যায়ুক্ত শিশু প্রাথমিক সনাক্তকরণ থেকে শুরু করে সহজে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে Structural Referral System এর আওতায় পরবর্তী উচ্চতর সেবাক্রমের সুবিধাপ্রাপ্ত হবে।

**অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ে গবেষণা/পাইলট স্টাডি:**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প, নন কমিউনিটিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল অপারেশনাল প্র্যান এবং বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল এর মাধ্যমে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএবিলিটিজ বিষয়ে ৭টি বিভাগের ৭টি উপজেলায় এবং ঢাকা শহরের ৫টি আরবান এরিয়ায় ০-৯ বছরের ৭২৮০ জন শিশুকে সার্ভে করা হয়েছে। সার্ভের ফলাফল- Autism Spectrum Disorder (ASD) এর প্রিভ্যালেন্স ০.১৫% (৩% শতাংশ ঢাকা শহরে এবং পল্লী এলাকায় ০.০৭%)।

**শিশু বিকাশ কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম:**

ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ দেশের ১৫ টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৫ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র চলমান রয়েছে। যার মাধ্যমে অটিজম ও অন্যান্য নিউরোডেভেলপমেন্টাল সমস্যায়ুক্ত শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। আরও ১৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ০৯ টি জেলা সদর হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

### ফাস্ট ট্র্যাক সার্ভিস ও মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রমে অটিজম বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ:

অটিজম ও শ্লাঘু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক ব্যক্তিদের ফাস্ট ট্র্যাক সার্ভিস দেওয়ার জন্য সকল সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল হাসপাতালে কার্যক্রম চালুর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। দেশের মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রমে অটিজম বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

### Information, Education & Communication (IEC) উপকরণাদি প্রকাশ ও বিতরণ:

অটিজম, অটিজম মূল্যায়ন নীতিমালা, অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার কি এবং অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তির সাধারণ আচরণ উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া পোস্টার, বুকলেট, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।

### জাতীয় সেলিব্রেটিদের অটিজম এম্বাসেডর হিসেবে নির্বাচন:

অটিজম ও শ্লাঘু বিকাশজনিত সমস্যা সম্পর্কে দেশের জনগণকে অধিকতর সচেতন করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি অঙ্গন, ক্রীড়াঙ্গন, সাহিত্য অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাদের দিয়ে টিভি ফিলার নির্মাণ কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

### ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অটিজম অন্তর্ভুক্তকরণ:

বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্বাস্থ্য সেক্টরে অটিজম ও শ্লাঘু বিকাশ জনিত সমস্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

### 2016 Situation Assessment of Autism and Neurodevelopmental Disorders in Bangladesh এবং National Strategy and Action Plan on Autism and Neurodevelopmental Disorders 2016-2021 প্রস্তুতকরণ:

Institute for Community Inclusion (ICI), University of Massachusetts, Boston এর সহযোগিতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নন-কমিউনিকেশন ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম ২০১৬ Situation Assessment of Autism and Neurodevelopmental Disorders in Bangladesh এবং National Strategy and Action Plan on Autism and Neurodevelopmental Disorders ২০১৬-২০২১ এর প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির মাননীয় চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন জাতীয় কৌশলপত্র প্রকাশনা উপলক্ষে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

### বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন:

প্রতিবছর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ এ মন্ত্রণালয়স্বতন্ত্র অন্যান্য অধিদপ্তর/পরিদপ্তর, সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন করে আসছে। দিবসটির অংশ হিসেবে র্যালি, আলোচনা সভা ও অটিজম সচেতনতার সাংকেতিক নীলাভ বাতি প্রজ্জ্বলনের ব্যবস্থা এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

### ভূটানে অটিজম বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন:

আগামী ১৯-২১ এপ্রিল ২০১৭ তিন দিন ব্যাপি ভূটানের রাজধানী থিম্পুতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ভূটানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে International Conference on Autism and Neurodevelopmental Disorders ২০১৭ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। Shuchona Foundation, Bangladesh এবং Ability Bhutan Society, Bhutan এ কনফারেন্স এর Technical Support প্রদান করছে। এ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে:

"Developing effective and sustainable multi-sectorial programs for individuals, families and communities living with Autism Spectrum Disorder and other neurodevelopmental disorders".

সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এবং সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ভূটানকে Joint Convener করে Executive Committee, অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্তকে Convener করে Organizing Committee এবং সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে Convener করে গঠিত Scientific Committee কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের অটিজম সেল সম্মেলনের সার্চিবিক দায়িত্ব পালন করছে। এ উপলক্ষে একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। ওয়েবসাইটটির ঠিকানা [www.andd2017.org](http://www.andd2017.org)

## শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাক্রমে দেশের অটিজম শিশুদের আত্মনির্ভরশীল হওয়া এবং তাদেরকে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় অটিজম একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) শীর্ষক প্রকল্পটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অবিদগুরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারী ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশের সকল অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা এবং সমাজের যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। এলক্ষ্যে প্রকল্প রাজউক পূর্বাচল নতুন শহর এলাকার সেক্টর ৮ এর প্লট ৪, ৪এ ও ৪বি তে ৩.৩৩ একর জমিতে একটি জাতীয় একাডেমি প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শীঘ্রই একাডেমির অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) শীর্ষক প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডাস (এএসডি) এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (এনডিডি) শিশুদের জন্য একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী জাতীয় অটিজম একাডেমি স্থাপন;
- অটিজম শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ;
- অটিজম শিক্ষার্থীদের কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও অন্যান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- নিরাপদ আবাসিক সুবিধার ব্যবস্থা করা;
- যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা
- গবেষণার সুযোগ রাখা
- আইটি, ভোকেশনাল, সহজ কার্যক্রম ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা ;
- শিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতনতা তৈরী এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ করে গড়ে তোলা;
- শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এএসডি ও এনডিডি শিশুদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- বিশেষায়িত শিক্ষক/অভিভাবক/সেবাদানকারীদের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা;
- পেশাগত প্রশিক্ষণ, খেলাধুলা, সংগীত ইত্যাদি বিকল্প দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা;
- এএসডি ও এনডিডি ব্যক্তিদের সমাজে একীভূতকরণ।

ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) শীর্ষক প্রকল্পটি উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মূলত তিনটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। যথা:

১. অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক যুগোপযোগী ও আধুনিক জাতীয় একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা;
২. অটিজম ও এনডিডি সমস্যার শিশুদের অভিভাবক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ করে গড়ে তোলা;
৩. দেশের সকল স্তরের জনগণকে অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে সচেতন করা।

ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) শীর্ষক প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রস্তাবিত একাডেমির বিভিন্ন ইউনিটসমূহ হলো:

- একাডেমির অবকাঠামো নির্মাণ করা
- শিক্ষক/অভিভাবক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা
- ২০০ জন এএসডি ও এনডিডি শিক্ষার্থীর (১০০ জন ছাত্রী ও ১০০ জন ছাত্র) জন্য আবাসিক ব্যবস্থা
- ২০০ জন এএসডি ও এনডিডি শিক্ষার্থীর জন্য স্কুলিং
- ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ ইউনিট
- বহি: বিভাগ সেবা, শিক্ষাগত এ্যাসেসমেন্ট ও অন্যান্য সেবা
- আইটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা
- হেলথ কেয়ার ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা
- অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা
- শিশু-নিউরোলজি বিভাগ ও থেরাপী সেন্টার
- খেলার মাঠ, জিমনেশিয়াম, অডিটোরিয়াম ও সুইমিং পুল
- এডভোকেসি, নেটওয়ার্কিং ও গবেষণা সেন্টার

ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) শীর্ষক প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রস্তাবিত একাডেমির অবকাঠামোসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রশাসনিক ও একাডেমি ভবন (১৫ তলা ভিতের উপর ১৫ তলা);
- ১০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেল (৬ তলা ভিতের উপর ৬ তলা) এবং রান্নাঘর সংযুক্ত;
- ১০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্র হোস্টেল (৬ তলা ভিতের উপর ৬ তলা) এবং রান্নাঘর সংযুক্ত;
- মহাপরিচালক এর বাসভবন;
- কর্মকর্তা ও পেশাজীবীদের আবাসন ব্যবস্থা (১০ তলা ভিতের উপর ১০তলা )
- ৫০০ আসন বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক মানের অডিটোরিয়াম;
- বিশেষায়িত ২টি সুইমিংপুল;
- খেলার মাঠ;
- পাওয়ার স্টেশন
- সোলার গ্র্যান্ট স্থাপন ইত্যাদি

অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক পলিসি তৈরিতে ঘঅঅঘউ ভূমিকা পালন করে। যেমন:-

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে ২০১২-২০১৬ সালের কর্ম পরিকল্পনাতে নির্দিষ্ট কতগুলো লক্ষ্য ও কার্যাবলি নির্ধারণ করা;
- জাতীয় কৌশলগত কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি স্বতন্ত্র কর্ম পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) তৈরি;
- ২০১২-২০১৬ সালের কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে;
- NAAND এর প্রস্তাবের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অটিজম ও এনডিডি শিশুদের (Autistic, Down Syndrome and Cerebral Palsy) জন্য একটি পরিপত্র প্রকাশ করে যাতে-
  - পাবলিক পরীক্ষায় অটিজম শিশুদের জন্য বাড়তি ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ রয়েছে;
  - প্রয়োজন হলে অভিভাবক/ শিক্ষক উপস্থিতি থাকার সুযোগ রয়েছে;
- প্রকল্পের উদ্যোগের আলোকে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির পরিমাণ ৩৭৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে।

ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০১৪ থেকে কার্যক্রম শুরু করে ইতোমধ্যে নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পন্ন করেছে। যেমন:

### ১. ডিপিপি সংশোধন :

- ২৪/০৫/২০১৬ তারিখে একনেক সভায় National Academy For Autism and Neuro-developmental Disabilities (NAAND) নামে অনুমোদিত হয়
- প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে বাড়িয়ে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত করা হয়।

### ২. ২০১৬-২০২০ মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৬-২০২০ মেয়াদী সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি (মোট কার্যাবলি ৫৬ টি), রিসোর্স ম্যাপিং ও সক্ষমতা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে

### ৩. NAAND একাডেমি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমি ক্রয় ও আনুষঙ্গিক কাজের অগ্রগতি

- রাজউক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ৮ নং সেক্টরের ৩.৩৩ একর জমির রেজিস্ট্রেশন ২২/০৯/২০১৬ তারিখ সম্পন্ন হয় এবং নামজারী বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- একাডেমির ভূমি সমতলকরণ করার কাজটি চলমান রয়েছে;
- একাডেমির নকশা তৈরির জন্য ১৬/১১/২০১৬ তারিখ চূড়ান্ত RFP জমা পড়েছে এবং তা মূল্যায়নের মাধ্যমে নকশা তৈরির পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করা হবে।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরেই একাডেমি স্থাপনের অবকাঠামোগত কার্যক্রম শুরু করার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

#### ৪. কুয়েত অটিজম সেন্টার, কুয়েত পরিদর্শন :

- ১৭-২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ তিন (০৩) সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল কুয়েত অটিজম সেন্টার, আল রিসালা একাডেমি ও সেন্টার ফর চাইল্ড ইন্ডালুয়েন্স এন্ড টিচিং, কুয়েতসহ তিনটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।
- পরিদর্শনের মাধ্যমে লক্ষ্যজন ও অভিজ্ঞতা (অবকাঠামোগত, ভবন নকশা, শিখন-শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, শিক্ষণ উপকরণ, সেবা ও সমর্থন এবং পেশাজীবী ইত্যাদি) একাডেমি নির্মাণে সহায়ক হবে।

#### ৫. অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে ১৫০ জন মাস্টার ট্রেনার তৈরি :

- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১০০ জনকে (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা কর্মকর্তা ও অভিভাবক) মাস্টার ট্রেনার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে;
- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৫০ জনকে (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা কর্মকর্তা ও অভিভাবক) মাস্টার ট্রেনার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে;
- মাস্টার ট্রেনারগণ বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ, টিটিসি, এইচএসটিটিআই, বিএমটিটিআই-তে অভিভাবক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

#### ৬. অভিভাবক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ (২৪৬০ জন)

- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ০৩ (তিন) দিন ব্যাপী ৪৬টি প্রশিক্ষণে ২,৩০০ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ৫ (পাঁচ) দিন ব্যাপী ০৪টি প্রশিক্ষণে ১৬০ জন অভিভাবক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষককে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

#### ৭. সচেতনতামূলক কার্যক্রম:

- ১ মার্চ ২০১৭ বুধবার, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়াম, ঢাকায় দিনব্যাপী (সকাল ৯:০০-৫:০০টা) “অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারায় একীভূতকরণ বিষয়ক নীতিমালার রূপরেখা প্রণয়ন” কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মাদ্রাসা সুপার, কলেজ অধ্যক্ষ, বিশেষ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ছাড়াও প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।
- এ যাবৎ ২০৮ টি উপজেলায় ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। এতে মোট ২০,৮০০ জন অংশ নিয়েছে। ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য ছিল অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার (১টি ও ১৫০ জন) নায়েম, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, পেশাজীবী, মাস্টার ট্রেনার, শিক্ষক ও অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।
- বিভাগীয় পর্যায়ে (খুলনা) মতবিনিময় কর্মশালায় (১টি, ৩৫০ জন) অটিজম শিক্ষার্থীদের শিক্ষক ও পিতা-মাতা/অভিভাবক প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধানশিক্ষক/মাদ্রাসার সুপার/সহকারী সুপার, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও বিভাগীয় সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

#### ৮. বিশ্ব অটিজম দিবস পালন

- ২ এপ্রিল- ২০১৬, বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০১৬ উদযাপন (২ টি অনুষ্ঠান ও মোট ৭০০ জন)
- নায়েম, ঢাকা ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকাতে
- অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পিতা-মাতা/অভিভাবক, প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/মাদ্রাসার সুপার/সহকারী সুপার, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন
- ২ এপ্রিল- ২০১৬, বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০১৬ উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রু লাইট প্রজ্জ্বলনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরসহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রু লাইট প্রজ্জ্বলন করা হয়।

#### ৯. অন্যান্য:

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নায়েম, টিটিসি, এইচএসটিটিআই, বিএমটিটিআই এর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে ২/৪ টি করে সেশন পরিচালিত হচ্ছে যা শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে;
- অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক একটি ক্লিয়ার প্রকাশ করা হয়েছে ও তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে;
- অফিসিয়াল একটি ওয়েবসাইট ([www.autismnaand.edu.bd](http://www.autismnaand.edu.bd)) রয়েছে।

#### সারকথা:

- জাতীয় অটিজম একাডেমিটির কার্যক্রম গুরু হলে অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ঝাউএ - ৪ কে প্রতিফলিত করবে ;
- একাডেমিতে বিশেষায়িত শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, বিশেষ স্কুলিং, টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ, আইটি প্রশিক্ষণ, প্রাক-উদ্দীপনামূলক ব্যবস্থা, কাউন্সেলিং এবং গবেষণা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে;
- NAAND অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা উন্নয়নেও ভূমিকা রাখবে।
- NAAND একাডেমি প্রতিষ্ঠার পরই সরাসরি অটিজম ও এনডিডি বাচ্চাদের সাথে কাজ করতে পারবে। বর্তমানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সচেতনতা কার্যক্রম এবং সাধারণ স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশেষ শিশুদের সেবা এবং সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ২০১৬ সালে সারা দেশে ১১ জন অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

## মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচি তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষার্থে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। এ উদ্দেশ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এবং জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। যেখানে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নে ক্রমবর্ধী সীমাবদ্ধতা থাকে। এ সমস্যা উত্তরণে অটিজম আক্রান্ত শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে একীভূত হয়ে অটিস্টিক শিশুদের সমস্যা নিরসনে অনবরত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

এ পর্যন্ত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অটিজম এর বিষয়ে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে/হচ্ছে :

- উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং ইএলসিডি প্রকল্প যৌথভাবে অটিজমসহ প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযোগী শিক্ষা দানের উপর মাস্টার ট্রেনারদের জন্য একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর দপ্তর সংস্থার জেলা ও উপজেলা শাখায় সাধারণ জনগণের মধ্যে অটিজমের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়।
- শিশু দিবাযাত্র কেন্দ্রে আগত শিশুদের অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন করা হয়।
- ইএলসিডি প্রকল্পের আওতাধীন শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষা কেন্দ্রে অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হয়। অটিজম চিহ্নিত হলে যথার্থ কার্য ব্যবস্থা নেয়ার জন্য IPNA, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফারেল করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।
- জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অটিজম চিহ্নিতকর সহ তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের বিষয়ে যশোর, কুষ্টিয়া এবং সাতক্ষীরা জেলায় বিভিন্ন উপজেলায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়াদীন দপ্তর সংস্থার সকল ধরনের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে অটিজম বিষয়ে অধ্যয়ন সংযোজন করা হয়েছে।
- কিশোর কিশোরী ক্লাবের প্রশিক্ষকদের জন্য অটিজম চিহ্নিতকরণ সহ তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্লাবের সদস্যদের জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ মডিউলে এ বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়ন সংযোজন করা হয়েছে।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর অধীনে পরিচালিত সকল সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতাধীন জনগণকে অটিজম সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাদের অটিজম সনাক্তকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এর মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা নিয়মিত অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অটিজমসহ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুকে চিত্রাংকন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শাখা অফিসে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন চিত্রাংকন, নাচ, গান ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা অংশগ্রহণ করে থাকে।
- বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন করা হয়। এছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সকল দপ্তর সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ জেলা উপজেলার কার্যালয়ে অটিজম সচেতনতা দিবস পালনের অংশ হিসেবে সাংকেতিক নীলাভ বাতি প্রজ্জ্বলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।



ভবিষ্যতে অটিজমসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে এবং তাদের অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে আগামী পাঁচ বছরের জন্য এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণয়নকৃত কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- সূচনা ফাউন্ডেশনের কারিগরী সহায়তাসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তা অটিজমসহ সকল প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন। তাছাড়া সূচনা ফাউন্ডেশন এবং আই, পি, এন এ এর সহায়তায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাসহ মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- নিরাপদ প্রসব এবং বাল্য বিবাহ নিরোধের মাধ্যমে অটিজমসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করার জন্য সরকারি, বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী, প্রচার মাধ্যম এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দ্বারা সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো।
- অটিজম আক্রান্ত শিশুদের জরুরী সহায়তা প্রদানের জন্য হেল্পলাইন সার্ভিসকে অধিকতর কার্যকরীকরণ।
- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক অটিজমসহ প্রতিবন্ধী শিশুদের তথ্য সংগ্রহ।
- শিশু কিশোর অভিভাবকসহ সমাজের সকল জনগণের নিকট অটিজমসহ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বার্তা প্রচারের মাধ্যমে গণসচেতনতা তৈরীকরণ।

মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অটিজম ও শিশু বিকাশসহ আপামর সকল শিশুর উন্নয়ন ও কল্যাণে সমাজের সকল স্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। অটিজম শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ তাদের অধিকার ও উন্নয়নে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তারা সমাজের বোঝা নয় বরং সঠিক পরিচর্যা পেলে তারাও সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

## প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

### একীভূত শিক্ষার এপিঠ ওপিঠ

মোঃ নজরুল ইসলাম খান  
অতিরিক্ত সচিব

চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম ছিল। অনেক গ্রামে বিদ্যালয়ই ছিল না। লেখার উপকরণ ছিল স্টেট ও খড়িমাটির তৈরি চক। পরীক্ষার সময় লেখার জন্য বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বানানো কলম আর কয়লা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পাতার রস নিঙড়ে বা তরল পদার্থ মিশিয়ে প্রস্তুতকৃত কালি ব্যবহৃত হতো। মোন্ধাকথা লেখাপড়ার আবহ ছিলো না বললেই চলে। কুসংস্কারও তাই পিছু ছাড়ে নি। প্রায়শই শোনা যেতো অমুককে ভুতে ধরেছে। কৌতুহল বেড়ে যেত, কারণ শৈশবকালটাই তো কৌতুহলপূর্ণ। বুদ্ধি-সুদ্ধি যখন বেড়েছে তখন গ্রামের আনাচে-কানাচে এমন ভুতে ধরার গল্প হরহামেশাই শুনেছি। কিন্তু এটি যে শারিরিক, মানসিক ও আবেগিক কারণে হয়েছে, সে ধরনের কোন চিন্তাই মাথায় আসেনি। তাই কবিরাজের পেঁছনে দৌড়-বাঁপের অন্ত ছিল না। পানিপড়া, তেলপড়া, ঝারফুক আরও কত কিছুর জন্য। ষাটের দশকে থানা পর্যায়ের দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল এবং উক্ত চিকিৎসালয়ে এলএমএফধারী একজন ডাক্তার বসতেন। অনেকে রসিকতা করে বলতেন 'লোক মারার ফন্দি'। তখন এমবিবিএস ডাক্তারের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া এবং রাশিয়া সরকারের বৃত্তি নিয়ে অনেক ছাত্র অধ্যয়নের জন্য বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। শিক্ষা শেষে অধিকাংশ ফিরেছে, কেউবা ফেরেনি। দেশের অভ্যন্তরেও সংখ্যা বেড়েছে। তারপরও সামাজিক কুসংস্কার তিরোহিত হয়েছে বলা যাবে না। তাই ভুতের গল্প বার বার এসেছে। আর ভুতের গল্পের সাথে জড়িয়ে আছে অটিজম, অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার, ডিসলেপ্সিয়া, সেলিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রম, সিজোফ্রেনিয়া, স্পাস্টিসিটি, মেন্টালি রিটার্ডেড, নিউরোপ্যাথি, মটর নিউরোপ্যাথি, মটর নিউরো নো প্যাথি, এ্যাটাক্সিয়া ইত্যাদি রোগ-ব্যাধি। গ্রিক সমতুল্য এ সকল টার্ম সম্পর্কে অধিকাংশের সঠিক ধারণা ছিলনা। তবে বিশ্ব জুড়েও অটিজম সম্পর্কে স্খচ্ছ ধারণার ব্যাপ্তি খুব বেশিদিনের নয়। সাম্প্রতিক কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে অটিজম সনাক্তকরণ চলতি দশকে অনেকগুণ বেড়েছে। হালে বাংলাদেশের বিশিষ্ট স্কুল সাইকোলজিস্ট ও অটিজম বিশেষজ্ঞ বেগম সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এর উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে একটি পলিসি ডকুমেন্ট তৈরী হয়েছে। যা অটিজম সংক্রান্ত কর্মযজ্ঞে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎপরতায় প্রাথমিক শিক্ষায় একীভূত শিক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অটিজম কার্যক্রম জোরালো হয়েছে। এ বিষয়ে বিশদ অগ্রসর হওয়ার পূর্বে একীভূত শিক্ষার বিষয়ে ক্ষণিক আলোকপাত করা আবশ্যিক। ১৯৯০ সালে জমতিয়েন ঘোষণার পর সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টি সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে একত্রিত হয়েছেন, অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন। ১৯৯৪ সালে স্পেনের সালামানকায় অনুষ্ঠিত (World Conference on Special Needs Education)-এ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত শিশুর শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার জন্য একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২০০০ সালে সেনেগালে অনুষ্ঠিত ডাকার ঘোষণায় বলা হয় যে, ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং এর মাধ্যমেই একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হবে। কাজেই একীভূত শিক্ষার আওতায় দরিদ্র শিশু, পথ শিশু, ভবঘুরে শিশু, উপজাতি শিশু, মেয়ে শিশু, যৌনকর্মীদের শিশু, পরিত্যক্ত শিশু, যাযাবর-বেদে সম্প্রদায়ের শিশু, বস্তিবাসী শিশু, চা বাগানের শিশু, কর্মজীবী শিশু এবং প্রতিবন্ধীত্বের ধরণ ও মাত্রার উপর নির্ভর করে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে মূল ধারার শিক্ষায় সাম্যের ভিত্তিতে শিক্ষা নিশ্চিত করা না গেলে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হবে না। একীভূত শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে অতি সম্প্রতি ২০১৫ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে

বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্জন ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করে নতুন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চতুর্থ লক্ষ্যমাত্রায় শিক্ষা বিষয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে সাম্যের ভিত্তিতে একীভূত মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশ সরকার সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এ কর্মসূচিতে একীভূত শিক্ষার ব্যবহারিক ধারণায় উল্লেখ রয়েছে যে, “একীভূত শিক্ষা হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া, যা প্রত্যেক শিশুর চাহিদা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী শিখন ও জ্ঞান অর্জনের প্রতিবন্ধকতা সীমিত অথবা দূরীকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায়।

সকল শিশুকে একই শ্রেণিতে রেখে একই পাঠ্যপুস্তক ও কারিকুলামের আওতায় নিয়ে, নিজ নিজ চাহিদা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী তাদের শিক্ষার প্রয়োজন মেটানোই একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য। এ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার সুযোগসমূহের একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করা সেই সব শিশুর জন্য যারা স্কুলে ভর্তি হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন কারণে যথাযথভাবে শিক্ষা অর্জন করতে পারছে না; যারা স্কুলে ভর্তি হয়নি অথচ যথাযথ প্রয়োজন মেটানো গেলে তারা স্কুলে যেতে পারে; লেখাপড়া করতে পারে, অন্যদের সাথে মেলামেশা করতে পারে; বিশেষত: যদি তাদের পরিবার, সমাজ, স্কুল এবং শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ দায়িত্বশীল ও যত্নবান হয় এবং তা পূরণের চেষ্টা করে।” এতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, একীভূত শিক্ষা এমন একটি শিক্ষা-সংস্কার প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সব ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা, সামর্থ্য, স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশা পূরণের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যিক। তাই সকল শিশুকে শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে রেখে একই শিক্ষাক্রমের আওতায় গুণগত মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করাই একীভূত শিক্ষার মূল স্পিরিট। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ উল্লেখ রয়েছে যে, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হবে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। সে উপলব্ধি থেকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

‘Leaving no one behind’ তত্ত্বের ধারণায় শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা, চাহিদা ও যোগ্যতার নিরিখে প্রবেশগম্যতা, উপস্থিতি, সক্রিয় অংশগ্রহণ, শিখনফল অর্জন, শিক্ষাচক্র সম্পন্নকরণ, শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল ও যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো পরিবেশের উন্নয়নকে চলমান কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চারটি Strategic Action Plan যথাক্রমে Special Needs Children Action plan, Gender Strategy and Action plan, Strategic and Action plan for Mainstreaming Tribal children এবং Action Plan for Mainstreaming Vulnerable Children Education অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত আকর্ষণ প্র্যান গুলোর আওতায় একীভূত শিক্ষা বিষয়ে সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এসএমসি এর সদস্য, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট ও ইন্সট্রাক্টরদের সমন্বয়ে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একীভূত শিক্ষা বিষয়ে ত্রিসিওর এবং লিফলেট প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষক, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য তিন ধরনের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। ২৭০ জন সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারি পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরদের এ বিষয়ে এগুএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জেডার বিষয়ে অভিজ্ঞ পরামর্শক কর্তৃক বিভিন্ন সভা, ওয়ার্কশপ এবং সেমিনারের মাধ্যমে জেডার টুলকিট প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ৭টি Convergence জেলার (জামালপুর, রংপুর, যশোর, ভোলা, মৌলভীবাজার, কক্সবাজার, বান্দরবান) সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ শিক্ষকদের জেডার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাঠ্য বই-এ একীভূত শিক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নেপসহ অন্যান্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে একীভূত শিক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডিপ-ইন-এড প্রোগ্রামে একীভূত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে সকল শিশুর ভর্তি ও সমসুযোগ নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি রিভিউ করা হয়েছে এবং এর পুনঃসংস্করণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ৬টি ব্যাচে একীভূত শিক্ষা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জেলার ফোকাল পার্সন এডিপিইওসহ ১৫০ জন কর্মকর্তাকে পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। রিভিউকৃত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে অটিজম বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে সংযোজন করা হয়েছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৫ বছর মেয়াদী প্র্যান অব আকর্ষণ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মাঝে হিয়ারিং এইড, চশমা এবং হুইল চেয়ার সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের অর্জন অনেক। তারপরও মানসম্মত শিক্ষার প্রশ্ন আসলে আমরা খুব একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না। কারণ আমরা আরো চাই এবং এই চাওয়া সময়ের দাবী। কাজেই পাঠদানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের চিন্তা মাথায় রেখে শিক্ষকগণকে পারদর্শী, উৎসাহী ও সৃজনশীল হতে হবে। তুলনামূলকভাবে যে সমস্ত শিশুরা পড়াশুনায় পিছিয়ে আছে তাদেরকে চিহ্নিত করে একই মানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সহযোগিতার হাতকে সম্প্রসারিত করতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠদানে একীভূত শিক্ষার নবতর ধ্যান-ধারণা ও পদ্ধতির সংযোগ ঘটাতে হবে। বিদ্যালয়গুলোর ভৌত অবকাঠামো, শ্রেণিকক্ষের ডিজাইন ও পরিবেশ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুবান্ধব করে গড়ে তুলতে হবে। এ ধরনের শিশুদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদী ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। যে সকল ক্যাচমেন্ট এলাকায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর আধিক্য রয়েছে, সেসব এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয়ে শিশু-মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুসহ সকল শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষককে মুক্টিবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাবিধি' গ্রন্থানুযায়ী। তিনি বলেছেন, "গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিত শ্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থতার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা আবশ্যিক হইয়া উঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না।" রবীন্দ্রনাথের সে ধারণা এখনও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। কাজেই দায়িত্ব পালনে শিক্ষকদের আরো নিবেদিত হওয়ার বিকল্প নেই। শিক্ষকদের সহযোগিতা ও পরিচর্যা পেলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ সকল শিশুই স্মরণীয় ও বরণীয় হতে পারে। বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, হেলেন কিলায়, আইনস্টাইন, চার্লস ডারউইন, টমাস আলভা এডিসন, স্টিফেন হকিং এবং সুরেন্দ্রমোজার্ট প্রমুখ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু থেকে কিংবদন্তী হয়েছেন।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুসহ সকল শিশুর পাঠদান নিশ্চিত করতে পারলেই নিশ্চিত হবে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা এবং একীভূত শিক্ষা। রঙ আর সুরভির মিলনে ফুলের সার্থকতা, তেমনি সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও প্রত্যয়ের মাঝে সফলতা ও পরিপূর্ণতা। এ মূলমন্ত্রকে পুঁজি করে সকল স্তরের অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকল বাধার প্রাচীর লীন করে একীভূত শিক্ষা পৌছে যাবে শিখরে— এই প্রত্যাশা সকলের।

## স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে

অধ্যাপক ডা. মো. গোলাম রব্বানী  
নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। ২০০৭ সাল থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "Toward Autonomy and Self-Determination"। বাংলায় বলা যেতে পারে 'অটিজম: স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে'। জাতিসংঘ ঘোষিত 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ (সিআরপিডি)' এর তৃতীয় এবং দ্বাদশ অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার, আইনী সমতা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এই সনদে স্বাক্ষরকারী অন্যতম রাষ্ট্র। অটিজম সচেতনতার কার্যক্রমে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দানের সম্মুখভাগে রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। এই ক্রমঅগ্রসরমান বাংলাদেশে অটিজম আছে এমন ব্যক্তিরও পিছিয়ে থাকতে পারেনা। এই সময়ে কেবল সচেতনতা নয় বরং স্বকীয়তা আর আত্মপ্রত্যয়ের আলোয় নিজেকে উজ্জ্বলিত করে গঠন করতে হবে সমতাভিত্তিক সমাজ, এবছরের অটিজম সচেতনতা দিবস তাই আমাদের কাছে নিয়ে আসুক শুভ বারতা। মঙ্গল আলোকে বিকশিত হোক অটিজম রয়েছে এমন সকল ব্যক্তির জীবন, আত্মপ্রত্যয়ী আর স্বকীয়তায় পূর্ণ হোক তাদের প্রতিটি দিন।

### অটিজম কী:

অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার শ্রাব্যবিকাশজনিত সমস্যা যেখানে:

- সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে অসুবিধা ও আশেপাশের পরিবেশ ও ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের সমস্যা এবং
- বারবার একই ধরনের আচরণ করতে দেখা যায়
- ধর্ম- বর্ণ- আর্থসামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে যে কোনো শিশুর মধ্যে অটিজমের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।
- মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রায় চার গুন বেশি।
- সাধারণত শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের পর্যায়ে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৮ মাস থেকে ৩৮ মাস বয়সের মধ্যেই) অটিজমের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়।

### প্রাদুর্ভাব:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) পরিচালিত সর্বশেষ জরীপ (২০১৪) অনুযায়ী প্রতি ৬৮ জন শিশুর মধ্যে ১ জনের অটিজম রয়েছে। এই জরীপে প্রতি ৪২ জন ছেলে শিশুর মধ্যে ১জন আর প্রতি ১৮৯ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে একজনের অটিজম সনাক্ত করা হয়েছে। বিগত ৪০ বছরে অটিজম এর হার বেড়েছে প্রায় ১০ গুন।

### অটিজম: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট:

বিগত কয়েক বছর আগেও বাংলাদেশে অটিজম ছিল প্রায় অজানা একটি বিষয়। কিন্তু বর্তমান সরকারের দূরদর্শী শিশুবান্ধব নীতি এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারণকরণের আনুক্যে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে অটিজম বিষয়ক কার্যক্রমে নেতৃত্বের স্থান লাভ করেছে। অটিজম নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় বাংলাদেশ অগ্রগামী। বিগত দশ বছরে বাংলাদেশে অটিজম নিয়ে বেশ কিছু জরীপ ও গবেষণা হয়েছে যদিও তা যথেষ্ট নয়। অটিজম বিষয়ে একটি জাতীয় পর্যায়ের জরীপ এবং বিশ্বমানের গবেষণা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। পূর্বতন গবেষণার ফলাফলগুলো নিম্নরূপ:

গবেষণার সময়	গবেষক/সংস্থা	গবেষণায় প্রাপ্ত অটিজমের হার
২০০৫	মল্লিক এমএসআই, শুভম্যান আর	২ জন প্রতি ১০০০
২০০৯	রুবানী জি, আলম এফ, আহমেদ এইচ ইউ ও অন্যান্য/বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	৮.৪ জন প্রতি ১০০০
২০১৩	নায়লা জামান ও অন্যান্য	১.৫৫ জন প্রতি ১০০০ (গ্রামাঞ্চলে ০.৬৮/১০০০, শহরাঞ্চলে ৩.৩/১০০০)

#### অটিজমের কারণ:

অটিজমের কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি

তবে কিছু বিষয়কে অটিজমের ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেমন

- বংশে কারো অটিজমের সমস্যা থাকা
- মায়ের গর্ভকালীন সংক্রমন (বুবেলা, মিসেলস, মাম্পস)
- গর্ভকালীন পিতা-মাতার বয়স
- কম গুজনের শিশু
- সীসার বিষক্রিয়া (গর্ভকালীন)
- প্রসবকালীন জটিলতা
- মা/শিশুর অপুষ্টিজনিত সমস্যা

#### অটিজম সনাক্ত ও নির্ণয়:

অটিজম বিষয়ে সচেতনতা আছে, এমন যে কেউ অটিজম সনাক্তে ভূমিকা রাখতে পারেন, যেমন:

- চিকিৎসক
- স্বাস্থ্যসেবা খাতে কর্মরত নার্স, স্বাস্থ্য সহকারী, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার ইত্যাদি
- শিক্ষক
- পিতা-মাতা, সমাজসেবক ইত্যাদি

তবে অটিজম নির্ণয় করার জন্য প্রয়োজন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ। এজন্য অটিজম নির্ণয় করবেন -

- বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (মনোরোগবিশেষজ্ঞ, শিশু বিশেষজ্ঞ, শিশু স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি)
- অটিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাজীবীগণ (চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, ইত্যাদি)

#### অটিজম নির্ণয়:

অটিজম নির্ণয়ের জন্য বিশদ ইতিহাস গ্রহণ, লক্ষণ পর্যালোচনা, শিশুকে পর্যবেক্ষণ ও শারীরিক পরীক্ষা করা প্রয়োজন। অটিজম নির্ণয়ের জন্য এম-চ্যাট, এডোস, ইনসা, ইনক্রেন ইত্যাদি প্রশ্নপত্রভিত্তিক পরিমাপক ব্যবহার করা হয়। অটিজম নির্ণয়ের জন্য কোনো দামী পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার পড়ে না।

#### অটিজমের প্রাথমিক লক্ষণ:

- ১২ মাস বয়সের মধ্যে আধো আধো বোল না বলা, পছন্দের বস্তু দিকে ইশারা না করা
- ১৬ মাসের মধ্যে কোন একটি শব্দ বলতে না পারা
- ২৪ মাস বয়সের মধ্যে দুই বা ততোধিক শব্দ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে না পারা
- ভাষার ব্যবহার রপ্ত করতে পারার পর আবার ভুলে যাওয়া
- বয়স উপযোগী সামাজিক আচরণ করতে না পারা

#### অটিজমের সাধারণ লক্ষণ সমূহ:

- শিশুর ভাষা শিখতে সমস্যা
  - একবছর বয়সের মধ্যে 'দা..দা' 'বা..বা' 'বু..বু' উচ্চারণ না করা
  - দুই বছর বয়সের মধ্যে অর্থপূর্ণ দুটি শব্দ দিয়ে কথা বলতে না পারা
- শিশু যদি চোখে চোখ না রাখে
- নাম ধরে ডাকলে সাড়া না দেয়
- অন্যের সাথে মিশতে সমস্যা হয় এবং আদর নিতে বা দিতে সমস্যা হয়
- হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠে

- সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে সমস্যা
- পছন্দের বা আনন্দের বস্তু/বিষয় সে অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করতে না পারা
- অন্যের বলা কথা বার বার বলে
- বার বার একই আচরণ করা
- শব্দ, আলো, স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়ে কম বা বেশি প্রতিক্রিয়া দেখানো
- একটি নিজস্ব রুটিন মেনে চলতে পছন্দ করা, আশেপাশের কোনো পরিবর্তন সহ্য করতে না পারা
- নিজেকে আঘাত করার প্রবণতা
- পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে না পারা

#### অটিজমের সাধারণ লক্ষণ সমূহ:

খিচুনি (মূগী), অতিচঞ্চলতা (হাইপারএকটিভিটি), স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন, হাতের কাজ করতে জটিলতা, হজমের সমস্যা, দাঁতের সমস্যা

#### অটিজম এর পরিচর্যা ও সেবা

নিচের বিষয়গুলোর উপর লক্ষ্য রেখে শিশুর অটিজমের সেবা দেয়া হয়-

- শিশুর অস্বাভাবিক আচরণ পরিবর্তনের জন্য শিশুর বাবা মাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন; যাতে তারা বাড়িতে শিশুর আচরণের পরিবর্তন করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।
- শিশুর অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের দিকে মনোযোগ দিবেন না, কাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য তাকে উৎসাহিত করুন।
- সাধারণ মূলধারার স্কুলে প্রেরণ।
- স্কুলের পাশাপাশি বাড়িতেও শিশুকে সামাজিক রীতিনীতি শেখানোর চেষ্টা করুন, সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- যে কাজটি সে ভালো পারে বা যে বিষয়টিতে তার উৎসাহ আছে সে বিষয়টির দিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে হয়।
- প্রয়োজনে বিশেষায়িত স্কুলে প্রেরণ
- শিশুর ভাষা শিক্ষার দিকে গুরুত্ব দিন। ছোট ছোট শব্দ দিয়ে তার ভাষার দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করুন।
- তার সাথে স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট করে কথা বলুন।
- প্রয়োজনে তাকে ইশারা ইংগিতের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে সাহায্য করুন এবং ইশারার তাৎপর্য বোঝানোর চেষ্টা করুন।
- প্রয়োজনে রোগলক্ষণ অনুযায়ী কিছু ওষুধ প্রদান এবং সাইকোথেরাপিও প্রয়োজন হতে পারে-তবে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী

#### অটিজম : সুরক্ষা আইন

অটিজম এবং অন্যান্য নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার আছে এমন শিশু ও ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ১০ নভেম্বর ২০১৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপ্রতি কর্তৃক অনুমোদন ও সম্মতি লাভ করে। এই আইনের আওতায় একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ট্রাস্টের উপদেষ্টা মন্ডলীর সভাপতি। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং বিস্তৃত বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি এই ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এই ট্রাস্টি বোর্ডের মূল উদ্দেশ্য অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা আর সেরিব্রাল পালসি এই চারধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, তাদের উপযোগী শিক্ষা ও কারিগরী জ্ঞানের ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করা।

এই বছর অটিজম সচেতনতা দিবসের মূল প্রতিপাদ্যে স্বকীয়তা আর আত্মপ্রত্যয় প্রাধান্য পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ২০১৩ সালেই এই বিষয়টি অনুধাবন করে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন প্রবর্তন করেন। অটিজমসহ সকল ধরণের নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বকীয়তা, আত্মপ্রত্যয়ী আর আইনী সমতা বিধানে এই ট্রাস্টি বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

#### অটিজম: বাংলাদেশের অর্জনসমূহ

অটিজম বিষয়ে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের অর্জন অসামান্য। আর এই অর্জনের পুরোধা বিশ্ব বাংলাদেশের গর্ব মিসেস সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, যিনি তাঁর অনন্য প্রচেষ্টায় কেবল বাংলাদেশে নয় বিশ্ব সভায় অটিজমকে তুলে ধরেছেন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে। অটিজম নিয়ে বাংলাদেশের অর্জনসমূহ হচ্ছে:

- ২০১৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের জন্য একটি কর্মকৌশল নির্ধারণী সভায় বাংলাদেশ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মিসেস সায়মা ওয়াজেদ হোসেন
- ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সেন্টার ফর নিউরো ডেভেলপমেন্টাল এন্ড অটিজম ইন চিল্ড্রেন' প্রতিষ্ঠা এবং তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে 'ইনস্টিটিউট ফর দি পেডিয়াট্রিক নিউরোলজিস্টস অর্ডার এন্ড অটিজম' নামে পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট পরিচালিত শিশু কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সমাজভিত্তিক জরীপ ও জরীপের অংম হিসেবে ঢাকা বিভাগের ৩৮ টি উপজেলায় অটিজমের হার নির্ণয়, ২০০৯।

- অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ-স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল এবং রিভাইটাইলিজেসন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে অটিজম বিষয়ক জরীপ, ২০১৩
- ২০১১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় অটিজম বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার রষ্ট্রে, সরকার প্রধান এবং নীতি নির্ধারনী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন
- ঢাকা ডিগ্রারেশন ২০১১ এর মাধ্যমে অটিজম আক্রান্ত শিশু ও ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষার অঙ্গীকার করা হয়, যা বিশ্ব নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করে
- গ্লোবাল অটিজম পাবলিক হেলথ ইনিশিয়েটিভ এবং সাউথ টর্শিয়ান অটিজম নেটওয়ার্ক গঠনে বাংলাদেশ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়ন এবং এই আইনের আওতায় একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন
- ২০১৪ সালের ৩০ মে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে 'কম্প্রিহেনসিভ এন্ড কোঅর্ডিনেটেড ইফোর্টস ফর দি ম্যানেজমেন্ট অব অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার' বিষয়ক একটি রেজুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে অনমোদন করে। মিসেস সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এর নেতৃত্বে উপস্থাপিত এই রেজুলেশনের প্রস্তাবক দেশ ছিল বাংলাদেশ।
- মিসেস সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে ন্যাশনাল এডভাইজরি কমিটি অন অটিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটিস।
- ২০১২ সালে কাজ শুরু করে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি যার নাম 'ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি অন নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটিস এন্ড অটিজম, যা পরবর্তীতে 'স্ট্র্যাটেজিক এন্ড কনভার্জেন্ট একশন প্ল্যান ফর অটিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটিজ' শীর্ষক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে।
- সরকারী পর্যায়ে অটিজম বিষয়ক ট্রেনিং ম্যানুয়েল এবং গাইডবই প্রকাশিত হয়েছে।
- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অটিজম বিষয়ক একাধিক 'টুল কিটস' বাংলায় অনূদিত হয়েছে এবং আরো কয়েকটি অনুবাদের পথে রয়েছে।
- চিকিৎসক, অটিজম আছে এন শিশুর পিতা মাতা, থেরাপিস্ট, সাইকোলজিস্ট, নার্স, মেডিকেল এসিসটেন্ট, স্বাস্থ্য সহকারী, শিক্ষক,
- সাংবাদিক, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, মসজিদের ইমাম সহ সমাজের নানা স্তরের মানুষের জন্য অটিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে।
- অটিজম আছে এমন শিশুর বাবা-মায়েরদের সমন্বয়ে একাধিক গ্রুপ তৈরিকৈ উৎসাহিত করা হয়েছে।
- সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অটিজম বিষয়ক সহায়ক কেন্দ্র এবং বিশেষায়িত স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে
- প্রতিটি সরকারী মেডিকেল কলেজে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং সেখানে অটিজম আছে এমন শিশুদের সেবার সুযোগ তৈরি হয়েছে

#### অটিজম: বাংলাদেশের অর্জনসমূহ

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, 'ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো ডিসঅর্ডার এন্ড অটিজম'(ইপনা), শাহবাগ, ঢাকা।
- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, 'চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক', শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, শিশু বিভাগ, নিউরোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
- ঢাকা শিশু হাসপাতাল, 'শিশু বিকাশ কেন্দ্র', ঢাকা
- শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা।
- সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালসমূহ।
- 'প্রয়াস', বিশেষায়িত স্কুল, ঢাকা সেনানিবাস
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর শিশুরোগ/ মনোরোগবিদ্যা বিভাগ
- নিকটস্থ জেলা সদর হাসপাতাল/ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও বিশেষায়িত স্কুল

#### তথ্য সূত্র:

1. United Nations Website, <http://www.un.org/en/events/autismday/>
2. <http://www.un.org/en/events/autismday/index.shtml>
3. গোলাম রব্বানী, ফারুক আলম, হেলাল উদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এর যৌথ গবেষণা, বাংলাদেশ জার্নাল অব সাইকিয়াট্রি, ২৩ (১) ২০০৯, পৃ: ১-৫৪
8. নায়লা জামান ও অন্যান্য, সার্ভে অন অটিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার ইন বাংলাদেশ, ২০১৩ [NCDC-DGHS, RCHCIB-MohFW, and BMRC collaborative study
৫. এম এস আই মল্লিক ও রবার্ট ওডম্যান, দি প্রিভেন্স অব সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার এমোঙ্গ ফাইভ টু টেন ইয়ার্স চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ, ২০০৫, সোশ্যাল সাইকিয়াট্রি এন্ড সাইকিয়াট্রি এপিডেমিওলজি, সংখ্যা ৪০

## অটিজম: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

খন্দকার আতিয়ার রহমান

অতিরিক্ত সচিব  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অটিজম কোন রোগ নয় - এটি শিশুদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক স্নায়ু বিকাশজনিত একটি সমস্যা যা শিশুর সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে অসুবিধা এবং আশেপাশের পরিবেশ ও ব্যক্তির সাথে যোগাযোগে বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে শিশুকে বার বার একই ধরনের আচরণ করতে দেখা যায়। অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। প্রতিটি বিশেষ শিশুরই রয়েছে বিশেষ অধিকার। ভিন্নভাবে সক্ষম এ শিশুদের প্রতিভা কাজে লাগিয়ে তাদেরকেও স্বাবলম্বী ও সমাজের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব।

বাংলাদেশের সংবিধানের আর্টিকেল ১৯(১) অনুসারে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এ আর্টিকেল এর (২) উপধারা অনুসারে মানুষে মানুষে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের নির্দেশনা রয়েছে। সাংবিধানিক বাধাব্যাহকতার কারণে বাংলাদেশ সরকার অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সামাজিক বৈষম্য নিরসনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১তম অধিবেশনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ United Nations Convention on the Rights of Person with Disability (UNCRPD) অনুমোদিত হলে বাংলাদেশ খুব দ্রুত তা অনুসমর্থন করে। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে ৮ ডিসেম্বর, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে কাতারের রানী শেখ মোজা বিনতে নাছের আল-মিসনেদ এর প্রস্তাবক্রমে ও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থনে সাধারণ পরিষদের ৬২/১৩৯ নং সিদ্ধান্ত অনুসারে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী ২ এপ্রিল অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রতি বছর ২ এপ্রিল বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী অটিজম সচেতনতা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

কিছুদিন পূর্বেও বাংলাদেশে অটিজম সম্পর্কে মানুষের তেমন ধারণা ছিল না। প্রায় দুদশক আগে বাংলাদেশে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কিছু সংখ্যক বেসরকারি সংগঠন প্রথম কাজ শুরু করে। জাতীয় পর্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতা ও বিশেষত অটিজম বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে কাজটি সহজ ছিল না। ২০০৮ সনের পর বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এ যাত্রায় শরিক হবার পর থেকে এ কার্যক্রমে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা জনাব সাইমা ওয়াজেদ হোসেন ২৫-২৬ জুলাই, ২০১১ সালে বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সম্মেলনে ভারতের কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীসহ দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র, সরকার প্রধান এবং নীতি নির্ধারণী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে 'ঢাকা ডিক্লারেশন ২০১১' এর মাধ্যমে অটিজম আক্রান্ত শিশু ও ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষার অঙ্গীকার করা হয়। অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অটিজম মানচিত্রে জোরালোভাবে সংযুক্ত হয় বাংলাদেশ। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অটিজম ও স্নায়ুবিকাশ জনিত সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন ও গ্লোবাল অটিজম পাবলিক হেল্থ ইনিসিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ এর প্রধান সাইমা ওয়াজেদ হোসেনকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'Excellence in Public Health Award' এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যারি ইউনিভার্সিটি কর্তৃক Distinguished Alumni Award প্রদান করা হয়।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩" নামে দু'টি আইন প্রণয়ন করেছে। এছাড়া এ আইন বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। অটিজম ও অন্যান্য নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার আছে এমন শিশু ও ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ আইনের আওতায় একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ট্রাস্টের উপদেষ্টা মন্ত্রণালয় সভাপতি। এ ট্রাস্টি বোর্ডের মূল উদ্দেশ্য অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা আর সেরিব্রাল পালসি এ চার ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, তাদের উপযোগী শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানের ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে ফমতায়ন করা।

বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে দেশে প্রকৃত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য ২০১১-২০১২ অর্থবছরে পাইলটভিত্তিতে ১২ (বার)টি উপজেলায় ও ২ (দুই)টি ইউসিডিতে জরিপ পরিচালনা করে, পরবর্তীতে দেশব্যাপি বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপ পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপ অনুসারে বর্তমানে প্রায় ১৫ লক্ষাধিক প্রতিবন্ধী শনাক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুর / ব্যক্তির সংখ্যা ৪২,৭৪০ (বিয়াল্লিশ হাজার সাতশত চল্লিশ) জন। প্রতিবন্ধী জরিপ কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। অনলাইনভিত্তিক প্রতিবন্ধিতা তথ্য ব্যবস্থাপনা (Disability Information System) নামক সফটওয়্যার তৈরি করে প্রতিবন্ধীদের ২৮ ধরনের তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। এখনও যে সমস্ত ব্যক্তি প্রতিবন্ধী হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেননি তিনি [www.dis.gov.bd](http://www.dis.gov.bd) ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রতিবন্ধিতা ফরম পূরণ করে প্রতিবন্ধী হিসেবে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ সেন্টার থেকে অকুপেশনাল থেরাপি, স্পিচ এন্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি, ফিজিওথেরাপি, কাউন্সেলিংসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ১০৩ টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে ডায়গনসিস করে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করা হচ্ছে। এ সব কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া এ সকল কেন্দ্রে হতে কৃত্রিম অঙ্গ, হুইল চেয়ার, সাদাছড়ি, সেলাই মেশিনসহ সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং বেসরকারী সংস্থা সুইড বাংলাদেশের মাধ্যমে প্রায় ১৫ (পনের) হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শতাধিক বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কল্যাণে প্রতিবন্ধী ভাতা ও শিক্ষা ভাতা চালু করেছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে জনপ্রতি মাসিক ৬০০.০০ টাকা হারে ৭.৫ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া ৭০ হাজার প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রীকে শিক্ষা উপ-বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মাসিক ৫০০.০০ টাকা হারে, উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ৬০০.০০ টাকা হারে, কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ৭০০.০০ টাকা হারে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১২০০.০০ টাকা হারে শিক্ষা উপবৃত্তি পাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অটিজম শিশুদের জন্য ঢাকা সেনানিবাসে ‘প্রয়াস’ নামক বিদ্যালয় স্থাপন করে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, যশোর, বগুড়া, কুমিল্লা, সাভার, রংপুর, ঘাটাইল ও রাজশাহী সেনানিবাসে প্রয়াস এর শাখা খোলার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (IPNA) এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের চিকিৎসকদের অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

নন কমিউনিকেশন ডিজিজ অপারেশনাল প্র্যান এর আওতায় আইসিডিআরবি’র মাধ্যমে “Prevalence of Maternal Depression of Autistic Children in Urban Bangladesh and Feasibility of Household Based Training of Mothers as Primary Care Giver” স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়ে ডায়গনসিস করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নন-কমিউনিকেশন ডিজিজ অপারেশনাল প্র্যান এর আওতায় বিশেষজ্ঞ গ্রুপের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের উপযোগী করে জিনিং টুলস প্রণয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ ১৫টি সরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল সমস্যা জনিত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।

অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের বিশেষ শিক্ষা প্রদান করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে Academy for Autism and Neurodevelopmental Disorders নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকার পূর্বাচলে ৮ নম্বর সেক্টরে সরকার কর্তৃক রাজউকের মাধ্যমে ৩.৩৩ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি পর্যায়েও ডিজএ্যাবল্ড রিহ্যাবিলিটেশন এ্যান্ড রিসার্চ এ্যাসোসিয়েশন-ডিআরআরএ, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, সোসাইটি ফর এডুকেশন এ্যান্ড ইনক্লুশন অব দি ডিসএবল্ড-সীড, সোসাইটি ফর ওয়েলফেয়ার অব দি ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড-সুইড, স্কুল ফর গিফটেড চিন্তন-এসজিসি, ন্যাশনাল ফোরাম অব অরগাইজেশনস ওয়ার্কিং উইথ দি ডিসএবল্ড-এনএফওডব্লিউডি এবং পরশ এর ন্যায় অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসএ্যাবল্ড বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

গত নয় বছরে বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে অনেক এগিয়েছে। ১৪টি মন্ত্রণালয়কে নিয়ে গঠিত হয়েছে জাতীয় টাস্কফোর্স এবং ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি। এর মধ্যে প্রথম সারির ৫টি মন্ত্রণালয় হলো সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বর্তমান সরকার গৃহিত কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন অটিজম শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যত গঠনে সফলতা নিয়ে আসছে।

সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন অংশীদার বেসরকারী সংস্থা ও সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিগণ অটিজম সচেতনতা সৃষ্টিসহ অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের কল্যাণে এগিয়ে আসবে এটাই সবার প্রত্যাশা।



## জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম (NFOWD)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি একীভূত, বাধাহীন ও অধিকার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে নিয়োজিত ২২টি সংগঠন নিয়ে গঠিত জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের বর্তমান সদস্য সংগঠনের সংখ্যা ৩৮৮। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায্য দাবীসমূহ সরকারের নিকট উপস্থাপন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে সরকারের কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে বেসরকারী সংগঠনসমূহের জাতীয় প্রাতিফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম। ফোরামের মূল কার্যক্রম হলো: ১. সদস্য সংগঠনসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন, ২. সংবাদ মাধ্যম, নাগরিক সমাজ, দাতা সংস্থা ও গণমানুষের মাঝে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সংবেদনশীলতা ও সচেতনতা সৃষ্টি, ৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারকে সার্বিক কারিগরী ও কৌশলগত সহায়তা প্রদান।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম পরিচালিত হয় সাধারণ পরিষদ ও জাতীয় নির্বাহী পরিষদ এর তত্ত্বাবধানে। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সকল সদস্য সংগঠন সাধারণ পরিষদের সদস্য। প্রতি দুই বছর অন্তর সাধারণ পরিষদের সদস্যদের সরাসরি ভোটে জাতীয় নির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের বর্তমান জাতীয় নির্বাহী পরিষদ ১৫ সদস্য বিশিষ্ট। এর মধ্যে পাঁচ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হয় ঢাকায় অবস্থিত সচিবালয় থেকে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্য সংগঠনসমূহ বাংলাদেশের ৬৩ টি জেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে নিয়োজিত। সংগঠন সমূহের মধ্যে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে।

### সরকারের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্যপদ:

- সদস্য, জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমন্বয় কমিটি (বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর আওতায় গঠিত);
- সদস্য, প্রতিবন্ধী কল্যাণ নির্বাহী কমিটি (বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর আওতায় গঠিত);
- সদস্য, পরিচালক মন্ডলী, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন;
- সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;
- সদস্য, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বিষয়ক কমিটি;
- সদস্য, প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় কমিটি;
- সদস্য, পিআরএসপি বিষয়ক কমিটি;
- সদস্য, সিআরপিডি বাস্তবায়ন মনিটরিং কমিটি।

### আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সদস্যপদ:

- সভাপতি, এশিয়া প্যাসিফিক ডিজঅ্যাবিলিটি ফোরাম (এপিডিএফ);
- সদস্য, গ্লোবাল পার্টনারশীপ ফর ডিসঅ্যাবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (জিপিডিডি);
- সদস্য, ইন্টারন্যাশনাল ডিসঅ্যাবিলিটি অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) সিআরপিডি ফোরাম;
- সদস্য, ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দ্যা এডুকেশন অব ডিজয়ালী ইম্পের্যর্ড (আইসিইডিআই)
- সদস্য, রিজিওনাল কমিউনিটি বেইজড রিহ্যাবিলিটেশন (সিবিআর) নেটওয়ার্ক।

### উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড ও অর্জন :

- প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫ প্রণয়নে খসড়া প্রস্তুতসহ সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ প্রণয়নে খসড়া প্রস্তুতসহ সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০০৬ প্রণয়নে খসড়া প্রস্তুতসহ সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ (সিআরপিডি) 'র খসড়ায় বাংলাদেশ সরকারের অবস্থানপত্র তৈরিতে কারিগরী ও কৌশলগত সহায়তা প্রদান এবং খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক গঠিত এডহক কমিটির ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম সভায় যোগদান।
- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ এবং এর ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান অনুসমর্থনে সার্বিক কারিগরী ও কৌশলগত সহায়তা প্রদান।
- বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর আওতায় বিধি প্রণয়নে খসড়া প্রস্তুতসহ সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর অধীনে গঠিত জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটিসমূহকে সহায়তা করার জন্য ৫৮ টি জেলায় কর্মশালা আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক জেলা কমিটির জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত।
- ১ম ও ২য় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে সার্বিক কারিগরী ও কৌশলগত সহায়তা প্রদান।
- ভোটার নিবন্ধন ফরমে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তির এবং প্রতিবন্ধী নাগরিকদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক কারিগরী ও কৌশলগত সহায়তা প্রদান।
- দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইস্তহারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার আদায়।
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি নীতিমালা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান নীতিমালা, বয়স্ক ভাতা প্রদান নীতিমালা, বেসরকারী বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয় নীতিমালা, এসিডমুগ্ন ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ কার্যক্রম নীতিমালা তৈরিতে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- বাংলাদেশ সরকারের সাথে যৌথভাবে ১৯৯৬ সাল থেকে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন।
- বাংলাদেশ সরকারের সাথে যৌথভাবে ১৯৯৯ সাল থেকে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ ও এর বিধিমালা প্রণয়নে খসড়া প্রস্তুতসহ সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ ও এর বিধিমালা প্রণয়নে খসড়া প্রস্তুতসহ সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৭ প্রণয়নে খসড়া প্রস্তুতসহ কর্মশালা আয়োজন করে মতামত গ্রহণ করাসহ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা।

## অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে দীর্ঘ ১৪ বছর অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (AWF) নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৪ সাল থেকে দীর্ঘ এ পথ পরিক্রমায় AWF এর পরিসর অনেক বড় হয়েছে, বেড়েছে কাজের পরিধি, সেই সাথে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

সাফল্যের ইতিহাস : অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের যাত্রার শুরুতে শিক্ষার্থী ছিল ২৭ জন। ১৪ বছর পর শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭৭জন। শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাননের সাধারণ সিলেবাসে লেখাপড়া করছে ৫৭ জন শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের মধ্যে P.S.C পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ১৯ জন এবং J.S.C পরীক্ষায় ২জন। ২০১৬ সালের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন জরিপের ভিত্তিতে সাধারণ স্কুলে গিয়েছে ৩০ জন শিক্ষার্থী। কথা বলে যোগাযোগ করেছে ৯৬ জন (৫৬%), সামাজিক দক্ষতায় উন্নতি করেছে ১২১ জন (৭৭%), কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা লাভ করেছে ১১০ জন (৬৪%), আন্তর্নির্ভরশীল দক্ষতায় ১৩৩ জন (৭৭%), চিত্রাংকনে ৭১ জন (৪১%), কম্পিউটারে ৪৯ জন (২৮%)।

অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভোকেশনাল ট্রেনিংসহ মেলা ও প্রদর্শনীতে তাদের তৈরি চিত্রকর্ম ও হস্তশিল্প বিক্রয়ের প্রশিক্ষণ দেয়া। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা কার্ডে AWF এর শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি স্থান করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে সংগীত, নৃত্য, চিত্রাংকন, আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় AWF এর শিক্ষার্থীদের সাফল্য প্রমাণ করে ওরা স্বাভাবিক শিশুদের থেকে পিছিয়ে নয়। ওরাও সমাজের মূলপ্রাণে মিলিত হতে পারে। এ ছাড়া খেলাধুলার ক্ষেত্রে স্পেশাল অলিম্পিকে অংশগ্রহণ আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।

- অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে Free Saturday Clinic এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য Early Stimulation Program.
- নিয়মিতভাবে অটিজম বিষয়ক ম্যাগাজিন, নিউজ লেটার, ক্রিশিয়ার, লিফলেট প্রকাশ করা হয়।

### ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এর নিজস্ব নির্মাণাধীন কমপ্লেক্সের অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পন্নকরণ,বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিক সক্ষম অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির দক্ষতার ভিত্তিতে চাকুরীর সুযোগ, বিশেষ শিক্ষার পাশাপাশি একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম চালুকরণ,প্রাপ্ত বয়স্ক অটিস্টিক ব্যক্তিদের জন্য আবাসিক হোস্টেলের ব্যবস্থাকরণ,রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন, ঢাকার বাহিরে AWF এর শাখা খোলা, সুবিধা বঞ্চিত অটিস্টিক ব্যক্তির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

## ডিজএ্যাবল্ড রিহাবিলিটেশন এ্যান্ড রিসার্চ এ্যাসোসিয়েশন (ডিআরআরএ)

### ভিশন

এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিবর্গ সমতা ও মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে।

### মিশন

বিভিন্ন শ্রেণীগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতায়ন, বৈষম্য দূর করা ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা।

### উদ্দেশ্য

- কার্যকর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একীভূত অর্থনৈতিক উন্নয়ন
- একীভূত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে উপযুক্ত পরিবেশ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা
- একীভূত স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন সেবা নিশ্চিতকরণ ও স্বাস্থ্যসেবা ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা
- সামাজিক সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা
- প্রতিবন্ধীবাঞ্ছন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ পরবর্তী স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনা



ডিজিটাল রিহাবিলিটেশন অ্যান্ড রিসার্চ এসোসিয়েশন (ডিআরআরএ) একটি বেসরকারি স্বৈচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংগঠন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগঠনটি ১৯৯৬ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। বর্তমানে মানিকগঞ্জ, সাতক্ষীরা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর ও খুলনা জেলায় সরাসরি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ডিআরআরএ বহুমুখী সমাজভিত্তিক পুনর্বাসনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য একীভূত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকায়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে। ২৫টি জেলায় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ও পুনর্বাসনের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ২০১৬ সালে প্রায় ৪০,০০০ প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করেছে।

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরদের শিক্ষা প্রদান করার জন্য ডিআরআরএ-এর ব্যবস্থাপনায় ঢাকা, সাতক্ষীরা ও মানিকগঞ্জ জেলায় 'অমরজ্যোতি' নামে ৪টি বিশেষ স্কুল পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে অটিজম, সেরিব্রাল পলসি, ডাউনসিনড্রোম ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীসহ ৫০০ এর অধিক শিশু কিশোর নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করছে। এই বিশেষ স্কুলের সাথে ৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল শিশু কিশোরদের ৬টি বিষয়ে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ডিআরআরএ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যৌথভাবে ৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে ১১,০০০ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে যার মধ্যে ৩০ শতাংশ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশু কিশোর।

ডিআরআরএ এবং কমিউনিটি ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনুসারে ১০০ জন সরকারী ডাক্তার ও কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত ৩০০ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারকে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই ৩০০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক এখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা প্রদান করার জন্য প্রস্তুত।

ডিআরআরএ এনডিডি ট্রাস্টের সাথে ছিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে এনডিডি শিশুদের শিক্ষা কারিকুলাম হ্রাসকরণ, প্রচারণা ও এনডিডি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ।

## প্রয়াস

অটিজমসহ সর্বস্তরের বিশেষ শিশুদের জন্য একটি শিশু-বাকব শিখন পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উদ্যোগে ১৮ জুলাই ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রয়াস। পরবর্তীতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রতিষ্ঠানটি সামরিক ও বেসামরিক উভয় পরিমন্ডলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে কার্যক্রম চালু করে। বর্তমানে ঢাকাসহ সাতার, কুমিল্লা, যশোর, বগুড়া, চট্টগ্রাম, রংপুর, সিলেট, রাজসাহী ও রামু এলাকায় বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে একই অঙ্গনে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সকল সেবা প্রদানের জন্য ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করেছে।

### বিশেষায়িত ইন্টারভেনশন ক্লিনিক

প্রতিবন্ধিতা নির্ণয়ে ই ই জি, অডিওলজি টেস্ট, মনোবৈজ্ঞানিক টেস্ট, কাউন্সেলিং সর্বপরি এসেসমেন্ট এর মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুসহ সকল বিশেষ শিশুদের পরামর্শ ও ইন্টারভেনশন প্যান প্রদানে রয়েছে মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম।

### থেরাপি সেবাসমূহ

অকুপেশনাল থেরাপি, স্পীচ ও ল্যান্ডুয়েজ থেরাপি, ফিজিও থেরাপিসহ এখানে রয়েছে বাংলাদেশ একমাত্র অত্যাধুনিক হাইড্রোথেরাপি। প্রয়াসে ভর্তি না হয়েও এখানকার আউটডোর সেন্টার থেকে যে কেউ থেরাপী সেবা নিতে পারে।

### বিশেষ শিক্ষার স্কুল সমূহ

অটিজম, দৃষ্টি, শ্রবণ, বুদ্ধি, শারিরিক/সেরিব্রাল পলসি শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ৫টি পৃথক পৃথক বিশেষ বিদ্যালয়। ২ থেকে ৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে প্রাক শৈশবকালীন বিকাশ মূলক কার্যক্রম (ইসিডিপি)।

### একীভূত (Inclusive) শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম (নমনীয়ভাবে) অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা পিএসসি, জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। একীভূত শিক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ শিশুদের সাথে স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদেরকে একই সাথে পাঠদানে প্রত্যয় ইনক্লুসিভ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কার্যক্রম চালু হয়েছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে।

### প্রয়াস ইলটিটিউট অব স্পেশাল এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ (ভবিষ্যৎ পেশাজীবী তৈরিতে উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রম)

বাংলাদেশ ইলটিটিউট অব প্রফেশনালস (বিইউপি) থেকে অধিভুক্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ৪ বছর মেয়াদী অনার্স (বিশেষ শিক্ষা ও একীভূত শিক্ষা এবং অডিওলজি ও স্পীচ ল্যান্ডুয়েজ প্যাথলজি বিষয়ে), মাস্টার্স, পোস্ট গ্রাজুয়েশন এবং সার্টিফিকেট কোর্স সুনামের সাথে পরিচালনা করে আসছে।

### প্রয়াসের শিক্ষার্থীদের দৈর্ঘ্যনিয় সাফল্য :

- এ যাবত স্পেশাল অলিম্পিকসহ আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামনে প্রয়াসের অর্জন ৩০টি স্বর্ণ, ১৩টি রৌপ্য ও ০৪ টি বোম্ব পদক।
- এ যাবত এই প্রতিষ্ঠান থেকে ৩২ জন পিএসসি/জেএসসি/এসএসসি পরীক্ষায় অবস্খীর্ণ হয়ে সবাই উস্খীর্ণ হয়েছে।
- ২০১৬ সালে তথ্য ও প্রযুক্তিতে অংশ নিয়ে প্রয়াসের ০৪ জন শিক্ষার্থী পুরস্কার অর্জন করে। ১ম স্থান অর্জনকারী অটিস্টিক শিক্ষার্থী গণপ্রজাতস্খী টানে অনুস্খিত আইসিটি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রয়াস বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

E-mail: principal.proyash@yahoo.com

Website: www.proyash.edu.bd

Call: 01760-138678 (Reception/ Information Desk)

www.proyash.edu.bd

- মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "ICT Competition For Youth With Disability"

## সীড

### (সোসাইটি ফর এডুকেশন এন্ড ইনকুশন অব দি ডিসএবল্ড)

সুবিধাবস্খিত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বিশেষ করে অটিস্টিক, ডাউনস সিনড্রোম, সেরিব্রাল পালসি এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী (নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটি বা এনডিডি) মানুষের অধিকার আদায় ও একীভূত সমাজ গড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০০৩ সালে সীড এর যাত্রা শুরু। ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কমিউনিটি থেরাপি স্কুলের মাধ্যমে সীড সুবিধাবস্খিত অটিস্টিক ও এনডিডি প্রতিবন্ধী শিশুদের বিনামূল্যে নানাবিধ সেবা (প্রাক-প্রাথমিক ও বিশেষ শিক্ষা, ফিজিওথেরাপি, স্পীচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, দুগুরের খাবার, যাতায়াত ভাতা, কাউন্সেলিং ও স্বাস্থ্যসেবা) প্রদান করে থাকে। এসকল সেবা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে সীড বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৬ সালে ৬৩ জন এবং ২০১৭ সালে অদ্যাবধি ২৯ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে মূলধারা বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে সক্ষম হয়েছে।

এনডিডি প্রতিবন্ধী মানুষেরা যাতে নিজেদের কথা নিজেরাই বলতে পারে সেজন্য সীড তাদেরকে সেক্ষ এডভোকেট হিসেবে তৈরি হতে সাহায্য করার পাশাপাশি দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টিতে কাজ করে থাকে। অটিস্টিক, বুদ্ধি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা নিয়ে মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং সমাজের সকল পর্যায়ে এ মানুষদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্যও সীড এর রয়েছে ব্যাপক এডভোকেসী ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং শিক্ষামূলক আয়োজন। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রদানের জন্য সীড বিভিন্ন তথ্যমূলক বই প্রকাশ, তথ্যচিত্র তৈরিসহ গবেষণামূলক কাজ পরিচালনা করে থাকে।

## সুইড বাংলাদেশ

সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড, বাংলাদেশ (সুইড বাংলাদেশ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ শিক্ষা-পুনর্বাসন ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় পথিকৃত একটি বৃহৎ জাতীয় সংগঠন। বুদ্ধি ও অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণ, সেবা-পরিসেবা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করাই হচ্ছে সুইড বাংলাদেশ এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সুইড বাংলাদেশ সারাদেশে ৩৪৭ টি বিশেষ বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসকল বিদ্যালয়ে প্রায় ১৫,০০০ প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়ে বিশেষ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সুবিধা লাভ করছে।

দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সুইড বাংলাদেশ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বর্তমানে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানসহ ৫০টি বিদ্যালয়ের ৫৫৪ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা ও অটিজম বিষয়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে সুইড বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (বিএসএড ডিগ্রী), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড এন্ড অটিস্টিক (এনআইআইডিএ), সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল, ফিজিওথেরাপি, স্পীচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের সনাক্তকরণসহ এ বিষয়ে মা-বাবা ও অভিভাবকদেরও পরামর্শ সেবা প্রদান, গবেষণা, প্রকাশনা এবং প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর পাশাপাশি এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল শ্রেতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের একটা নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে বেশ সংখ্যক প্রাণ্ড বয়স্ক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন স্খরের পেশায় কর্মজীবী ব্যক্তি হিসেবে পুনর্বাসন করতে সক্ষম হয়েছে।

সংস্থার বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম : মা ও শিশু শ্রেণী, বিশেষ শিক্ষা শ্রেণী, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শ্রেণী ও পুনর্বাসন কর্মসূচীর ভিত্তিতে বুদ্ধি ও অটিস্টিক প্রতিবন্ধী শিশুদের আত্ম-সচেতনতামূলক (Basic/ Self-help skill), জ্ঞানগত দক্ষতা (Cognitive skill), সামাজিক ও যোগাযোগ (Social & Communication skill), প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (Pre-primary Education) প্রভৃতি দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতার মাত্রাভেদে (গুরুতর, মধ্যম ও মৃদুমাত্রা) ব্যক্তিকেন্দ্রিক পাঠ-পরিকল্পনা (Individual Lesson Plan) প্রনয়ন করে বিশেষ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

ক্রিনিক্যাল সার্ভিসেস ব্যবস্থা : বুদ্ধি ও অটিস্টিক প্রতিবন্ধী শিশুদের সনাক্তকরণ ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুইড বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ইন্টেলেকচুয়াল ডিসএবল্ড এ্যান্ড অটিস্টিক (NIIDA) এর আওতায় এসেসমেন্ট, কাউন্সেলিং এ্যান্ড গাইডেন্স, স্পীচ থেরাপি, ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনালথেরাপি ও সেবা-পরিসেবা, প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধকল্পে সামাজিক সচেতনতা, গবেষণা, প্রকাশনা, স্বল্প মেয়াদী শিক্ষক প্রশিক্ষণ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় সুইড বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ (B.S.Ed Course) কলেজ, সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুল কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে পুনর্বাসন করতে সুইড এর আওতায় টুইড কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে একটি আবাসিক হোম উলেখ্যযোগ্য অবদান রাখছে।

ক্রীড়া নৈপুণ্য : বুদ্ধি ও অটিস্টিক ক্রীড়াবিদদের সাফল্য ১৯৯১-২০১৩ সাল পর্যন্ত যুক্তরষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড, চীন ও গ্রীসে অনুষ্ঠিত ৬টি ওয়ার্ল্ড স্পেশাল অলিম্পিক গেমস-এ মোট ১৬৪ টি স্বর্ণ, ৯৭টি রৌপ্য ও ৭৪টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের গৌরব উজ্জ্বল করেছে। এছাড়া বিভাগীয় ও জাতীয় বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের দক্ষতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কৃতিত্ব : সংস্থার জাতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেল আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সনদ প্রাপ্তি তাদের উলেখ্যযোগ্য সাফল্য। বর্তমানে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। গত ২০০৯ সাল থেকে ভারতের নয়াদিল্লীস্থ নৃত্য সংগঠন 'আলপনা' আয়োজিত সম্ভব (Association for Learning Performing Arts & Normative Action I Anjali International Festival-2012 in Bhubaneswer) এর আমন্ত্রণে সুইড বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দল নৃত্যসংগীত পরিবেশন করে ক্রেস্ট/পুরস্কার লাভ করেছে।

কিছু সাফল্য : সুইড বাংলাদেশ দেশের সকল স্তরের জনগণ ও বিশেষ করে স্থানীয় মাননীয় মন্ত্রী, জাতীয় সংসদ সদস্য, সমাজসেবী ও সমাজ হিতৈষীগণের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় দেশের ৫৯টি জেলার জেলা সদর, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্য ৩৪৭টি বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নিজস্ব উদ্যোগে ও অর্থ-সম্পদ/জমি নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

সুইড বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৭ সাল থেকেই সরকারী-বেসরকারী স্কুলে শিক্ষা ও একীভূত শিক্ষা (Inclusive Education) কার্যক্রম (ঢাকায় ৪টি, চট্টগ্রাম-২টি ও রাজশাহী-১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়) শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জেলা শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে পরিচালনা করছে।

বেশ সংখ্যক প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের গৃহভিত্তিক, কৃষি, পোল্ট্রি, পোষাক শিল্প, দোকান-ব্যবসা, ঔষধ কোম্পানি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কাজ-কর্মের মাধ্যমে পুনর্বাসিত হয়েছে।

## তরী ফাউন্ডেশন

প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও একীভূত সমাজ গঠনের প্রত্যয় নিয়ে ২০০৩ সালে তরী ফাউন্ডেশন যাত্রা শুরু করে। তরী ফাউন্ডেশন বিশেষ বিদ্যালয়, একীভূত বিদ্যালয়, কমিউনিটি বেজড রিহাবিলিটেশন, প্রতিবন্ধী বান্ধব টয়লেট ও র্যান্সপ স্থাপন, বিভিন্ন রকম সচেতনতামূলক কার্যক্রম, সহায়ক উপকরণ বিতরণ, প্রতিবন্ধী শিশুর পরিবার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারণেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে।

তরী ফাউন্ডেশনের বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম স্কুল ফর গিফেটড চিলড্রেন (এসজিসি) অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল সমস্যাজনিত শিশুদের বিশেষ বিদ্যালয় ২০০৪ সালে ঢাকায় ও ২০০৬ সালে রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দরিদ্র পরিবারের প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ও সামাজিকতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তরী ফাউন্ডেশন রাজশাহীতে ৩টি-একীভূত বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। তরী ফাউন্ডেশনের কমিউনিটি বেজড রিহাবিলিটেশন (সি বি আর) কার্যক্রমের মাধ্যমে পবা উপজেলার ৫৫ জন শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু বিনামূল্যে থেরাপী গ্রহণ করছে। শিশুদের চোখের অপারেশন, বক্র পা সোজা করণে অপারেশন ও কৃত্রিম পা সংযোজনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রতি বছর প্রতিবন্ধী শিশু, যুবক, ও বয়স্কদের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী সহায়ক সামগ্রী প্রদান করা হয়। প্রতিবন্ধী যুবক-যুবতীদের পুনর্বাসন ও প্রতিবন্ধী শিশুদের পরিবারের জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণসহ সেলাই মেশিন, দোকান, গবাদি পশু ও রিক্সা প্রদান করা হয়ে থাকে। গ্রামের দরিদ্র প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নত জীবনযাপন ও প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক পিরিবেশ বান্ধব টয়লেট ও র্যান্সপ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি বিশেষ যত্ন ও যথোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করণে অভিভাবক, কেয়ারগিভার ও প্রফেশনালদের জন্যে বিভিন্ন প্রকার ট্রেনিং ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় তরী ফাউন্ডেশন ও এইমস ল্যাবের যৌথ উদ্যোগে বাংলা ভাষায় অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল সমস্যাজনিত শিশু/ব্যক্তির যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক উপকরণ/এ্যাপস তৈরী হচ্ছে। সর্মাঞ্জের সকল স্তরে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম সচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দিবস আয়োজন ও উৎযাপনে এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক নীতিনির্ধারণেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তরী ফাউন্ডেশন।

## প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষা ও সেবা সংস্থা (প্রশিসেস)

প্রতিবন্ধী শিশু ও অটিস্টিক শিশুসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে ১৯৯৯ সালে মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রশিসেস। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি মাদারীপুর জেলায় সকল ধরনের (অটিজম, শ্রবণ ও বাক, দৃষ্টি, বুদ্ধি, শারীরিক ও বহুমাত্রিক) প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিদের সার্বিক উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি প্রশিসেস এর রয়েছে বহুবিধ প্রকল্প। প্রশিসেসের বিশেষ বিদ্যালয়টি ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ২৩০ জন। প্রশিসেসের বিশেষ বিদ্যালয়ে অটিস্টিক শিক্ষার্থীসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু কিশোর রয়েছে। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিদ্যালয়টি ২০১৫ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন লাভ করে এবং ১৪ জন শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিও ভুক্তির মাধ্যমে সরকারি বেতন ভোগ করছে। উল্লেখ্য, প্রশিসেস বিদ্যালয়টি অত্র মাদারীপুর জেলার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষায়িত বিদ্যালয়। শিশু শিক্ষার পাশাপাশি প্রশিসেস যাত্রার শুরু থেকেই প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সকল ধরনের সহায়ক সামগ্রী (হেল চেয়ার, সাদাছড়ি, ক্রাচ, ব্রেইল বই, অডিও সিডি, অ্যাকসিসিবল সফটওয়্যার ইত্যাদি) সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করে আসছে। একই সাথে নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পের মাধ্যমে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা, ঔষধ পরিসেবা প্রদান করে থাকে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকান্ড ও প্রকল্পের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশিসেস সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বাল্য বিবাহ রোধ, পুষ্টি, শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমসহ নানা কর্মকান্ডে প্রশিসেস জাতীয় পর্যায়ে সুনাম কুড়িয়েছে। প্রশিসেসসহ অন্যান্য ২২টি সংগঠনের সকল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৩রা ডিসেম্বর ২০১৬ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে প্রতিষ্ঠাতা, সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিনা আখতার কে সম্মানসূচক “সফল সমাজসেবক” এর পদক প্রদান করেন। এই বিরল সম্মান প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

## জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া সমিতি (এনএএসপিডি)

প্রতিবন্ধী শিশু ও অটিস্টিক শিশুসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে ২০০০ সালে এনএসপিডি যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের অনুশীলনসহ ক্রীড়া কার্যক্রম জাতীয় ও প্রতিবন্ধিতার মাত্রা সুবিবেচনা করে এনএসপিডি বহুবিদ ক্রীড়া উৎসব অয়োজন করে আসছে। যার মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, দৌড় ও সকল ধরনের ইনডোর গেমস অন্যতম। ক্রীড়া অয়োজনের পাশাপাশি এনএসপিডি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের সুযোগের কলেবর বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সকল বিভাগে এর শাখা উন্মুক্ত করেছে যা পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়েও বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া চলমান। একই সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনএসপিডি নানাবিধ প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সভা, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার, দিবস উদযাপনসহ নানা কর্মকান্ড পরিচালিত করে থাকে। গত দেড় দশক ধরে প্রতিষ্ঠানটি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনে প্রতিবন্ধী মানুষের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ে প্রশংসা ও আস্থা অর্জন করেছে।

## পুরস্কারপ্রাপ্ত অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সফল ব্যক্তি, সমাজকর্মী ও প্রতিষ্ঠান

### ক) অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সফল ব্যক্তি :

#### ১. আদিবা ইবনাত পশলা:



আদিবা ইবনাত পশলা ১৮ বছর বয়সী 'অটিজম জয়ী' একজন কিশোরী। সে প্রাকৌশলী মোঃ আখতার হোসেন ও প্রাকৌশলী নাজনীন আখতারের দ্বিতীয় (ছোট) সন্তান। সে জন্মের পরে বেড়ে উঠেছিল স্বাভাবিক বুদ্ধি নিয়ে। কিছু কিছু কথা বলতে পারত তবে তা খুব সঠিকভাবে নয়-শব্দ ও অঙ্গ ভঙ্গি দিয়ে প্রয়োজন বোঝানোর মত, কিন্তু ছিল প্রচণ্ড আচরণগত সমস্যা। অপরিচিত পরিবেশে কোন ভাবেই ঝাপ খাওয়াতে পারত না। বেড়াতে গেলে আপন খেলায় ছুটাছুটি করত। তার কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য:

• ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসিয়াল ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা কার্ডে পশলার আঁকা ছবি স্থান পায়। পশলা অর্জন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার • বাজার পেইন্ট বাংলাদেশ এর আয়োজনে বিশেষ শিশুদের বিভাগে সে পর পর তিন বার প্রথম স্থান অধিকার করে • এবি ব্যাংকের ২০১২ সালের ঈদ কার্ডে, ক্যালেভারে পশলার আঁকা চারটি ছবি ও ২০১৭ সালের ক্যালেভারে ২টি ছবি স্থান পায় • ২০১৫ সালে বাংলাদেশ বেতারের দ্বি-মাসিক পত্রিকার হীরক জয়ন্তী ও বিজয় দিবস সংখ্যা

প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে কাজ করে পশলা • ২০১৬ সালে রবির অফিসিয়াল ডাইরিতে পশলার আঁকা দুটি ছবি স্থান পায় • ছবি আঁকার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে পশলা বিভিন্ন টি-শার্ট, ব্যাগ, শাড়ি পোশাক ইত্যাদি ব্যবহার্য জিনিসে ছবি আঁকা বা ডিজাইনের কাজ করে। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্প যেমনঃ- মেয়েদের কানের দুল, মালা, আংটি ইত্যাদি তৈরি করছে। এগুলি বাজারজাত করা হচ্ছে।

#### ২. জনাব আদিল সাইফুল হক:

জনাব আদিল সাইফুল হক, পিতাঃ ডাঃ মোনিমুল হক। তার জন্ম তারিখ ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ খ্রিঃ। আদিলের অটিজম ধরা পড়ে ৪(চার) বছর বয়সে ইংল্যান্ডে। সে 'সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অব অটিস্টিক চিলড্রেন' (সোয়াক) এর একজন ছাত্র। ৬ (ছয়) বছর বয়সে মায়ের কোলে বসে প্রাচীন মিশরীয় ইতিহাসের রঙ্গীন ছবি সংমিলিত একটা বই দেখে সে গভীরভাবে আন্দোলিত হয়। আদিল মাত্র ৯(নয়) বছর বয়সে ১৯৯৯ সালে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্টচার্চ কলেজের অটিজম অক্সফোর্ড কনফারেন্স আয়োজিত অটিস্টিক ব্যক্তিদের চিত্রকর্মের এক প্রদর্শনীতে প্রথম অংশগ্রহণ করে। ২০০০ সালে ১০ বছর বয়সে আদিলের প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী হয় যুক্তরাজ্যের অঙ্গনে। ২০০২ সালে আদিলের ১৩ তম জন্মদিনে বাংলাদেশে তার প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয় ঢাকার আড্ডিয়ল সেন্টারে। ২০০৫ সালে আদিলের বাংলাদেশে দ্বিতীয় একক চিত্র প্রদর্শনী হয় ঢাকার বেঙ্গল গ্যালারীতে। ২০০৫ সালে মিশরীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ইজিপ্ট ইন দি আইজ অব দি ওয়ার্ল্ডস চিলড্রেন' শীর্ষক আন্তর্জাতিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পাঠানো আদিলের 'গোল্ডেন ক্লিওপ্যাটরা' জল রং টি প্রথম পুরস্কার স্বর্ণপদক লাভ করে। ২০০৮ সালে হোটেল সোনারগাঁয়ে সোয়াক আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনী ও চিত্রকর্মে সাফল্যের জন্য সংবর্ধনা ও ফ্রেস্ট প্রদান করা হয়।



#### ৩. চৌধুরী গালিব আজিজ অনিন্দ্য:



অনিন্দ্য মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তার জন্ম তারিখ ১১ জুলাই, ১৯৯৫। চারু ও কারুকলা শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। অনিন্দ্য ২০১০ সালে 'প্রয়াস' বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। তার বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, যোগাযোগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সে দেখে বাংলা ও ইংরেজী পড়তে পারে। অনিন্দ্য বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ছবি আঁকার প্রতি অনিন্দ্যের প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক, অভিভাবক এবং প্রয়াসের সকলের প্রচেষ্টায় ছবি আঁকায় তার পারদর্শিতা চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন হতে থাকে। ছবি আঁকার পাশাপাশি সে গান গাইতে পারে, কম্পিউটারে বাংলা ও ইংরেজী টাইপ করতে পারে, ছবি আঁকতে পারে।

#### তার কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য:

অনিন্দ্য জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার পেয়েছে। ২০১১ সালে ঢাকা ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ১ম স্থান অর্জন করে এবং তার আঁকা ছবি ঢাকা ব্যাংকের ক্যালেভারে স্থান পায়। ২০১২ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঈদুল ফিতর শুভেচ্ছা কার্ডে অনিন্দ্যের আঁকা ছবি সংযোজিত হয়। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিস অর্ডার এর অটিজম থাকা একজন শিক্ষার্থী হয়েও অনিন্দ্য প্রয়াসের বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সে পটারীতে, কার্ডে বিভিন্ন ডিজাইন করতে পারে। অনিন্দ্যের ডিজাইন করা বিভিন্ন হস্তশিল্পগুলো বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত হয়।

## খ) অটিজম উত্তরণে অবদান রাখা সফল ব্যক্তি:

### ১. ডাঃ রওনাক হাফিজ, চেয়ারপারসন, অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন



ডাঃ রওনাক হাফিজ পেশায় একজন শিশু চিকিৎসক ও অটিজম বিশেষজ্ঞ এবং সর্বোপরি একজন অটিজম সম্পন্ন কন্যা সন্তানের মা। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৫ সালে তার কন্যার অটিজম সনাক্ত হলে ডাঃ রওনাক হাফিজ অটিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণের সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং যুক্তরাষ্ট্রে অনেক শিক্ষা প্রশিক্ষণে অংশ নেন। ১৯৯৭ এর শেষের দিকে দেশে ফিরে এসে মেয়ে শিক্ষা প্রশিক্ষণের চিন্তার ফলশ্রুতিতে তার এই বিশেষ শিশুদের প্রতি শিক্ষা প্রশিক্ষণ চিন্তা ভাবনা। ১৯৯৮ সালে Step by Step Kindergarten এ অটিস্টিক শিশুদের জন্য Class Room প্রবর্তনের মাধ্যমে তার এই শিশুদের কার্যক্রমগুলো নিয়ে কাজ শুরু। ডাঃ রওনাক হাফিজের কাজের মূল বিষয়টি হচ্ছে অটিস্টিক শিক্ষার্থী ও তার শিক্ষা কার্যক্রম। যার ফলে শিক্ষক ও তার অভিভাবক প্রশিক্ষণের সাথে তিনি নিবিড়ভাবে জড়িত। ডাঃ রওনাক হাফিজের অটিজম বিষয়ক নিরলস কর্মকাণ্ডের কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল:

১. অটিস্টিক শিশুদের বৈশিষ্ট্যগুলো খুব একাগ্রতার সাথে পর্যবেক্ষণ ও তার ব্যক্তিকেন্দ্রীক কর্মপরিকল্পনা (I.E.P) প্রস্তুতকরণে শিক্ষককে সহায়তা দান।
২. অটিজম বিষয়ক অভিভাবক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ দান
৩. অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের ক্লাস ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের সঠিকতা নির্ণয় এবং প্রয়োজনে শিক্ষক ও অভিভাবককে পরামর্শ প্রদান
৪. অটিজম বিষয়ে Master ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ দান
৫. অটিজম বিষয়ে একীভূত শিক্ষাক্রমে সহায়তা দানে Master ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ দান
৬. অটিজম বিষয়ে চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ দান।

### ২. মারুফা হোসেন, অটিজম বিশেষজ্ঞ :

মারুফা হোসেন, অটিজম বিশেষজ্ঞ। বি.এস.এড (প্রথম শ্রেণী) এম.এস.এড, পরিচালক, স্কুল ফর গিফটেড চিলড্রেন ও তরী ফাউন্ডেশন। দীর্ঘ ১৪(চৌদ্দ) বছর অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল সমস্যা জনিত শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট পেশাদারদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিসহ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জনসচেতনতায় কাজ করে যাচ্ছেন। জনাব মারুফা হোসেন এর লেখা বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় অটিজম সম্পর্কিত প্রথম প্রকাশিত অটিজম বিষয়ক বই 'অটিজম কি এবং করণীয়' ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। জাতীয় পত্রিকায় অটিজম ও প্রতিবন্ধী বিষয়ক সচেতনতামূলক তাঁর লেখা নিয়মিতভাবে ছাপানো হয়ে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে তাঁর লেখা বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। সমাজের সর্বস্তরে অটিজম ও প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অটিজম ও প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ এবং বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন। তিনি ২০০৪ সালে স্কুল ফর গিফটেড চিলড্রেন (এসজিসি) ঢাকা শাখা ও ২০০৬ সালে রাজশাহীতে স্কুল ফর গিফটেড চিলড্রেন (এসজিসি), রাজশাহী শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। যা বর্তমানে বাংলাদেশ অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল সমস্যা জনিত শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। উপজেলায় ৩টি একীভূত বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরীব প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী শিশু বিনামূল্যে পড়াশুনা ও থেরাপি সেবা পাচ্ছে। অটিজম বিষয়ক বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'পুত্র' নির্মাণে মারুফা হোসেন কারিগরি পরামর্শ প্রদান করেন।



### ৩. কর্ণেল মোঃ শহীদুল আলম, এসজিপি, নির্বাহী পরিচালক ও অধ্যক্ষ, প্রয়াস, বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা:



কর্ণেল মোঃ শহীদুল আলম, এসজিপি, নির্বাহী পরিচালক ও অধ্যক্ষ, প্রয়াস, বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা পেশাগতভাবে একজন সামরিক অফিসার। সুদীর্ঘ প্রায় ২৪ বছরের পেশাগত/প্রশাসনিক দক্ষতা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, ধৈর্যশীলতা, সহনশীলতা ও উদ্যমতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক তাকে 'প্রয়াস বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের' কার্যনির্বাহী পরিচালক ও অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগ প্রাপ্তির পর থেকেই উক্ত অফিসার তার নিষ্ঠা, মেধা, দক্ষতা ও শ্রম দিয়ে অটিজম সম্পর্কিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এই প্রতিষ্ঠান তথা অটিজম সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করে চলছেন। চিরাচরিত সামরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের উর্দে উঠে বিশেষায়িত শিক্ষা (Special Education), একীভূত শিক্ষা (Inclusive Education), স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশু/ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকার বক্ষায় নেপথ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। অটিজম সংক্রান্ত দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ প্রয়াসের কার্যনির্বাহী পরিচালক ও অধ্যক্ষ হিসেবে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। অটিজম

ব্যক্তি/শিশুদের মননশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়াস ছাড়াও অটিজম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহকে নিয়ে তিনি বিবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। প্রয়াস ইন্টারভেনশন ক্লিনিকের মাধ্যমে এযাবত ১১৭৪ (এক হাজার একশত চুহান্তর) জন শিশু/কিশোরদের অটিজমসহ অন্যান্য স্নায়বিক প্রতিবন্ধিতার ধরণ সনাক্ত করণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা/পেশাজীবীগণকে প্রয়াসের সংশ্লিষ্ট করে শিক্ষার্থী/অভিভাবকগণের জন্য অটিজম সংক্রান্ত ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি। অটিজম শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের সাথে মিটিং করতঃ তাদের সমস্যা ও চাহিদাসমূহ বিভিন্ন ফোরামে উত্থাপন করতঃ যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী ভূমিকা রাখেন।

### তাঁর মানবতামূলক কর্মকাণ্ড:

প্রয়াসের দরিদ্র ও অক্ষম অটিজম ও অন্যান্য বিশেষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য চাহিদা পূরণে সমাজের বিত্তবানদের সংশ্লিষ্ট করার লক্ষ্যে তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যাপক গণসংযোগ মূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এছাড়াও সমাজের ছিন্নমূলক শিশু কিশোরদের জন্য স্বৈচ্ছাসেবামূলক সামাজিক সংগঠনের সাথেও তিনি যুক্ত আছেন।



## গ) অটিজম উত্তরণে অবদান রাখা সফল প্রতিষ্ঠান:

### ১. সুইড বাংলাদেশ, ৪/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা :

সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সুইড বাংলাদেশ ১৯৭৭ সালে রাজধানীর কাকরাইল উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। সেই থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছরে দেশের অটিজম সমস্যাগ্রস্থ, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, ডাউন সিনড্রোম ও সেরেব্রাল পালসি জনিত সমস্যা দূরীকরণ, এ বিষয়ে সমাজ সচেতনতা বা গণ-জাগরণ সৃষ্টি করে এই শ্রেণীর প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে জনবল হিসেবে গড়ে তোলা এবং দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে সুইড ল্যাবরেটরী মডেল স্কুলসহ সারা দেশে ৩৪৭টি বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে এসকল বিদ্যালয়ে ১৫০০০ এর অধিক 'NDD' শিক্ষার্থীরা বিশেষ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সুবিধা লাভ করছে। সুইড বাংলাদেশ পরিচালিত এইরূপ বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণের ফলে প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েরা বৃত্তিমূলক কাজ-কর্মের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসিত ও আত্ম-নির্ভর পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ১৯৯১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড, চীন ও গ্রীসে অনুষ্ঠিত ৭(সাত)টি ওয়ার্ল্ড স্পেশাল অলিম্পিক গেমস-এ মোট ১৬৪টি স্বর্ণ, ৯৭টি রৌপ্য ও ৭৪টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের গৌরব উজ্জ্বল করেছে। বিভাগীয় ও জাতীয় বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের দক্ষতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে চলেছে। সুইড বাংলাদেশ আজ সরকার স্বীকৃত জাতীয় বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের 'NDD' জনিত সমস্যা অপসারণ ও এই শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের জীবন-মান-উন্নয়নে এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারের কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরোক্ষভাবে বিশেষ অবদান রাখছে। একই সাথে 'NDD' জনিত প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে জনবল তৈরীর লক্ষ্যে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর দ্য ইন্টেকচুয়ালি ডিসএবল্ড এন্ড অটিজম (NIIDA)-র আওতায় প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ গবেষণা, প্রকাশনা, পেশাজীবী শিক্ষক ও অভিভাবক প্রশিক্ষণ, থেরাপিউটিক সেবাদান, বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করে 'B.S.Ed' ডিগ্রী কোর্স পরিচালনা করছে। এছাড়া সুইড বাংলাদেশ নিজস্ব ভবনে প্রাণ্ড বয়স্ক 'NDD' শিক্ষার্থীদের মা-বাবার অবর্তমানে আত্ম-নির্ভর পারিবারিক জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য কল্যাণ ট্রাস্টের (TWID) আওতায় হোম ট্রেনিং গৃহ ভিত্তিক কাজ-কর্মের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

### ২. ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরোডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা:

Institute of Paediatric Neurodisorder & Autism (IPNA) is a government initiative to establish a nationwide paediatric Neurodevelopment and Autism related management, training and research institution in Bangladesh. The institution is located on the premises of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU), where a multi-disciplinary and multi-agency team provides comprehensive and tertiary level services to children with disability and their families under one roof. Continuous quality training, both for the doctors and other professionals, is an integral part of this institution. It aids these children to achieve their rights and enjoy equal opportunities in all aspects of their lives.

#### From CNAC to IPNA

IPNA, formerly known as Centre for Neurodevelopment and Autism in Children (CNAC) has a challenging background to establish. CNAC started its journey with the dream and heartfelt support of Saima Wazed Hossain-the daughter of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, who is a renowned school psychologist working in Canada and WHO Research Fellow. The centre was inaugurated in July 2010 by the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, who herself is very keen to work for the children with disabilities.

IPNA Services are OPD service, Developmental therapy, Physiotherapy, Speech Therapy, Nutritional advice, ASD diagnosis and management Behavioral management Psychological assessment and education, Parents' counseling, EEG service, Special school for children with ASD, Training, Research and publication, Nutritional advice/counseling, Psychosocial assessment and education. IPNA OPD Services are Walk-in Clinic, Autism, Clinic, Epilepsy Clinic and Neurology Follow-up Clinic Neurodevelopment Assessment Clinic.

IPNA from its very inception in the arena of autism and other neurodevelopment disorders has done a lot of tasks within the shortest possible of time. IPNA also has tremendous successes in building nationwide awareness, harnessing tie with national and international experts, arranging national and international conference, seminar and training programs, set up in-patient dept and other research studies etc.

### ৩. ফাউন্ডেশন ফর অটিজম রিসার্চ এন্ড এডুকেশন (এফএআরই), চট্টগ্রাম:

অটিজম ও স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ প্রতিবন্ধিতা (NDD) সম্পন্ন ছেলে-মেয়েদের পিতা-মাতাদের উদ্যোগে, ০২ অক্টোবর, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ফাউন্ডেশন ফর অটিজম রিসার্চ এন্ড এডুকেশন (FARE)। প্রতিষ্ঠা লাগ্নে এর নাম ছিল অটিস্টিক চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (ACWF)। প্রতিষ্ঠা কাল হতে এ ফাউন্ডেশন জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি অটিস্টিক চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন স্কুল নামে একটি বিশেষায়িত স্কুল পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের বিশেষায়িত স্কুলটি বিশেষ পদ্ধতির পাশাপাশি অকুপেশনাল থেরাপি স্পীচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি, মিউজিক থেরাপি, ADL প্রে এবং আউটিং, প্যারেন্ট কাউন্সেলিং সেবা দেয়া হয়। FARE SPECTRA SCHOOL OF ATUISM বিশেষায়িত স্কুল ছাড়াও পরিচালিত হচ্ছে Techno hub আইসিটি ল্যাব, AGAM নামে একটি ভোকেশনাল ইউনিট। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে সদরঘাট রোডে এক এককম জমি লাভ করেছে FARE; এতে একটি Inclusive স্কুল প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়াধীন।

In Bangladesh a large number of children born with Autism and Neuro-Developmental Disabilities. According to constitution every citizen having equal rights in the eye of law. So, the commitment of the present government is to ensure the rights of all citizens including the Person with Disabilities (PWDs). Government is working in coordinated way with different Government and non- government organization for resolution of the problems on Autism & Neuro-Developmental Disabilities. Under the leadership of Saima Wazed Hossain, Chairperson, National Advisory Committee on Autism and Neuro-Developmental Disorders, a Committee has been working to develop awareness among the people about Autism and Neuro-Developmental Disorders.

In the development of the persons with autism different Ministries of the government and different non-government organization are working in the relevant areas for improving the health, rights and behavioral development.

## **Ministry of Social Welfare**

Among the Ministries of the government, the Ministry of Social Welfare is working for the development of backward peoples with social problems, helpless & distressed, elderly people, widows, women's left by husband, orphan and other vulnerable childrens. This ministry is working for the development of the persons with disabilities & autism and implementing different programs to ensure their rights. Under the control of this ministry Department of Social Services (DSS), Neuro-Developmental Disability Protection Trust (NDDPT), Jatiyo Protibondhi Unnayan Foundation (JPUF) is working for the development of the persons with disabilities.

## **Department of Social Services**

The Department of Social Services (DSS) is one of the departments of the Government of the people's Republic of Bangladesh working for the human resources development. The Department of Social Services under the Ministry of Social Welfare, has been implementing several multidimensional programmes like socio-economic development and protection of rights besides social safety-net for the destitute, poor, orphan, senior citizens, widows, vulnerable children, persons with disabilities (PWD), Hijra (Common Gender/Hermaphrodite), Dolit, Harijan and Bede community and marginalized people of the country.

The DSS is firmly committed for human development of the children with disabilities and autism. Like other countries of the world, children with disabilities and autism of our country are discriminated and deprived of their fundamental rights. Moreover the society has a negative approach to them. Now it is the high time to mainstreaming them by solving their physical, mental, intellectual and sensual problem.

## **Programmes/Projects implemented by the Department of Social Services for welfare of the children with autism :**

### **Sheikh Fazilatunnessa Mujib Memorial Specialized Hospital & Nursing College :**

The project which is located in Kashimpur, Gazipur was started in January 2010 and completed successfully in June 2013. The 250 bedded specialized hospital is now providing treatment & research facilities for the poor people especially for women, children, autistic and person with disability.

### **Institute for Autistic Children and Blind Old Home and TN Mother Child Hospital :**

The project which is located in Hemayetpur, Saver, Dhaka started in January 2009 and completed successfully in June 2012. The hospital is aimed for the improvement the existing health condition of the people of savor and adjacent areas, especially the quality of care in Maternal, Neonatal, Child Health Care and children with autism.

### **PROYASH at Dhaka Cantonment :**

The project is located in Dhaka Cantonment which started in October 2011 and completed in June 2014. The main objectives of this project are to expansion and development of the existing facilities of PROYASH at Dhaka Cantonment for 400 children with autism and disability ; to provide education and training to the children and youths with autism and disability to ensure their optimum development ; to rehabilitate children with autism and disability after providing effective education and training ; to support research activities concerning persons with special needs.

### **Disability Detection Survey :**

Keeping in mind the Slogan `` Achieving 17 Goals for the Future We Want `` a Disability Detection Survey is implemented by the Department of Social Services in order to find the accurate statistics of the PWDs of the country. Meanwhile, data collection has been finished in all districts of the country. At the initial stage of the survey, 16,47,005 people were included as PWDs. Some processes are still ongoing like including the excluded PWDs, detection of disability types and levels by doctors/consultants, Image record, data entry online. So far 15,00,697 people with disabilities are detected and classified by the doctors/consultants according to their level of disabilities.

The Government of Bangladesh has given utmost importance to ensure rights of the children with autism and has started achieving a moderate success in this respect. It will be easy to determine the exact number of children with autism from this survey and to take sustainable planning at national level for them. Then it will be easy to take sustainable planning at national level for the children with autism. Unicef, Bangladesh is contributing financially and technically to develop a Disability Information Storage Software in this.

## Autism Addressing and Bangladesh

Autism or Autism Spectrum disorder is such a complex disability of the normal development of the brain which is usually found in a child from one and half years of age to three years. Persons with such disability do not usually have any problem or defect in physical growth and their face or Structure remain same like other Sound and normal person. They fail to keep proper contact with their Surrounding; Such as not skilled in using Proper Language, self contended etc. But they might articulate special skill in some cases like drawing, Singing, Computer operating, solving Mathematical problem, and other complex matters.

Bangladesh government has taken the following legal framework to protect the rights of the persons with Neuro-Developmental Disabilities (a) Inclusion of Quota for the disable and other backward people at the time of Enactment of Bangladesh constitution lead by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman included Quota for backward people; (b) Vetting the UNCRPD in 2008 (c) 25-26 July, 2011 International Conference was organized at Dhaka, initiative taken by renowned autism specialist MS Saima Wazed Hossain and chaired by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina . (d) Enactment of rights of the persons with Neuro developmental disabilities protection Trust Act (Act 52 of 2013). (e) Formulation of Neuro developmental disabilities protection Trust rule-2015. Through these legal framework the following committee formation, financial allocation, Project & Training and work plan adopted.

### Committee formation:

- 15 Members Advisory council formed Headed by Honorable Prime Minister.
- 08 Members National advisory Committee formed in 2012.
- 29 Members Board of Trustees formed to run the Neuro developmental disabilities protection Trust.
- 12 Members District Committee formed for district level.
- 11 Members one stop health service providers committee formed at all the hospitals of the country.
- 27 members National Steering committee formed comprising 16 ministries/ division/ Organization.
- 17 Members Technical guidance committee formed to guide the autism service providers.

### Financial Allocation, Development & Training :

- 30.95 Core TK Deposited in the Bank as FDR ( 1year, 6 month & 3 month Period)
- In the 2016-2017 Financial year 1.00 Core Taka distributions process ongoing to the Autistic persons or their needy family as treatment assistance or education Scholarship for the meritorious Neuro-developmental disabilities Students.
- Establishment of Institute for Pediatric Neuro-disorder and Autism (IPNA) for the Identification, Treatment and training purpose of the Autistic persons, their parents doctors & Nurses.
- Project of TK 359.12 Core formulated to Establishment National Academy for Autism and Neuro-developmental Disabilities (NAAND) at Purbachal on 3.33 acre Land.

### Function/Work plan:

- To identify the persons with Neuro-developmental disabilities and to take step to determine their degree of severity;
- To provide necessary support to the persons with Neuro-developmental disabilities so as to ensure their safe stay with their family;
- To promote support to the registered organizations rendering necessary services to the persons with Neuro-developmental disabilities during their or their families crisis period; To give support to the persons with Neuro-developmental disabilities who are in deprivation of family on unable to solve their problems and as the case may be , to give all possible assistance to their guardian family so as to ensure their rights and lifelong care;
- On the events of death of parents or guardian of the persons with Neuro-developmental disabilities to take step for their lifelong care, for protecting their right and for their safety and rehabilitation;

- On the event of the death of the persons with Neuro-developmental disabilities to give support to their family in the case of necessity;
- To give support to the persons with Neuro-developmental disabilities ensuring their rights and their full, effective and equal participation in the social activities with others;
- To do good to the persons with Neuro-developmental disabilities and their family;
- To get the government, the riches and the Non-government organization involved for the benefit of the persons with Neuro-developmental disabilities;
- To establish or to encourage other persons or organization to establish suitable educational and training institutes for the development of the merit and skill of the persons with Neuro-developmental disabilities and to that end to determine the curriculum and criteria for selecting the teachers of such institutions;
- Depending on the nature and severity of disability to organize special or integrated education for the persons with Neuro-developmental disabilities and to that end, to establish or encourage other persons an organizations to established special educational institutes;
- To established or encourage other persons an organizations to established special educational institutes for the persons with Neuro-developmental disabilities who are severe and are not able to receive education from main stream education;
- To publish research report, journal, periodicals and works on disability;
- To give health care to, and to manage suitable materials for the persons with Neuro-developmental disabilities for long term;
- To take steps for specifying a separate unite or ward for proper treatment of the persons with Neuro developmental disabilities in the hospital across the country.
- To take proper steps for ensuring food security and Nutrition for the destitute persons with Neuro developmental disabilities;
- To take steps for development of the cultural and artistic skill of the persons with Neuro developmental disabilities and to make such skill publicized through print and electronic media;
- To take steps for ensuring their effective participation in sports and athletics;
- To give financial and technical support to the persons with Neuro developmental disabilities for their employment or self employment , identifying suitable work and help them to the involved in such work;
- To take steps for ensuring the rights of the persons with Neuro developmental disabilities to inherit properties and to enjoy all kinds of properties developed upon them by inheritance;
- To build residential hostels and shelter home for the persons with Neuro-developmental disabilities;
- To formulate policy on selection an guardians and trustees in the event of death of the parents or guardians of the persons with Neuro developmental disabilities;
- To formulate policy for providing financial support, from the fund to the destitute persons with Neuro developmental disabilities;

Along with government of Bangladesh various development partners like Suchana foundation, Autism Welfare Foundation (AWF), Disable Rehabilitation and Research Association (DRRA), Society For Education and Inclusion of the Disabled (SEID), School for Gifted Children (SGC) and other organization and social worker personalities cordially trying to development of the Autistic children Government and Non-Government coordinated effort is effective for the development of the merit and skill of the Autistic persons and their whole hearted participation can implement the constitutional obligation and The declaration of the United Nations Sustainable development goals through ensuring equal rights, equity and decent works for all to enable Bangladesh a developed and prosperous country .

## Jatiyo Protibondhi Unnayan Foundation

Government of the Peoples Republic of Bangladesh has a lot of programmes & projects for the development of Persons with Disabilities in all sphere of their life. Jatiyo Protibondhi Unnayan Foundation (JPUF) is implementing different programmes & projects for the wellbeing of Autism Spectrum Disordered (ASD) child/persons and other Neurodevelopmental Disordered (NDD) child/persons as well as other Persons with Disabilities (PWDs). It is our duty to follow the UN declared UNCRPD guidelines and to maintain the standards of services, accessibility & rehabilitation. Bangladesh Government has passed two Act namely 'Diasabled Persons Rights & Protection Act 2013' and 'Neurodevelopmental Disordered Persons Protection Trust Act 2013.' According to these two Act JPUF is working to ensure PWDs Rights & Protection and serving the NDD persons specially ASD persons.

### Brief Description of Services to the PWDs Specially ASD Persons by JPUF

#### Autism Resource Center

Honorable Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated Autism Resource Center on 2nd April 2010 at Jatiyo Protibondhi Unnayan Foundation campus. At present (a) Senior Psychologist-1; (b) Assistant Psychologist, (c) Consultant (Physiotherapist)-1 these 3 persons are working there. Along with regular duties they go to field offices & give services to the ASD persons/child with Autism now and then. From the beginning 6694 persons having ASD received services from this Autism Resource Center. The list of services currently is being provided from this center has been given below:



Inauguration of Autism Resource Center

#### (a) Services

- Detection
- Assessment
- Occupational Therapy
- Speech and Language Therapy
- Physiotherapy
- Counseling
- Resource based Seminar
- Group Therapy
- Providing referral service including daily activities related training
- Arrangement of counseling service for the parents/guardians of the children with autism

#### (b) Service Recipient

The persons having-

- Autism Spectrum Disorder (ASD)
  - Intellectual Disability (ID)
  - Cerebral Palsy (CP)
  - Down Syndrome (DS)
- and Parents/Guardians of these children/persons.

### Protibondhi Sheba-O-Sahajjo Kendra (Integrated Disability Service and Support Center)



ASD child getting SLT service

During from 2009-10 to 2013-14 total 103 Disability Service and Support Centers have been established among 64 district and 39 upazila's of the country. From these center therapeutic & counseling services are providing free of cost to the children/persons having autism and other disability through Physiotherapy, Occupational Therapy, Speech & Language Therapy. Assistive devices are also provided from these centers under the supervision of JPUF. ASD Children are also treated here with special care.

#### Autism and NDD Corner

To ensure Early Screening, Detection, Assessment and Early Intervention Autism and Neurodevelopmental disorders corner have been established in 103 Integrated Disability Service and Support Center. Consultant (Physiotherapy), Clinical Physiotherapist, Clinical Occupational therapist, Clinical Speech & Language Therapist, Therapy Assistant, Technisian-1 (Audiometry), Technisian-2 (Optometry) working in these center as additional charges of their regular duties are providing services to children/persons having autism are-

- Detection
- Physiotherapy
- Occupational Therapy
- Speech and Language Therapy
- Audiometry
- Optometry
- Psycho Social Counseling
- Playing and Training through Group Therapy
- Counseling for Parents/Guardian



Group therapy of ASD children & their parents

#### Formation of Parents Committee

Parents & Guardians of Disabled Persons are being trained through JPUF and suggested to form Parents/Guardians committee in their locality. There are 103 Parents/Guardians committee each of Protibondhi Sheba-O-Sahajjo Kendra (Integrated Disability Service and Support Center). They usually get together with a regular interval, share their ideas, knowledge and experience regarding development of disable persons. And also take technical support from Protibondhi Sheba-O-Sahajjo Kendra.

#### Special School for Children with Autism



ASD child in classroom

Jatiyo Protibondhi Unnayan Foundation has been established a Special School for children with Autism in its Mirpur Campus in October 2011. Later another 3 Special school for children with Autism have been set up at Lalbag, Uttara and Jatrabari in Dhaka city, 6 centers in 6 divisional cities namely Rajshahi, Khulna, Chittagong, Barisal, Rangpur and Sylhet, another 1 in Gaibandha district. 144 children with autism are being facilitated with full free pre schooling support from these 11 Special School run by JPUF. Government has a plan to establish Special School for children with Autism in every district headquarter.

#### One Stop Mobile Therapy Service (Through Mobile Van)

One Stop Mobile Therapy Service (Through Mobile Van) has been introduced in order to provide physiotherapy, occupational therapy, hearing test, visual test, counseling, training, assistive devices etc. under the supervision of Jatiyo Protibondhi Unnayan foundation. Currently, 32 therapy vans are engaged to provide these services. Till now from 61 districts and 310 upazilas, 1,37,640 persons have registered to get services while the number of Service Transaction is 2,02,105. Among the disabled persons services for ASD are more preferred.

### **Disability Related Integrated Special Education Policy-2009**

Ministry of Social Welfare has been introduced Disability Related Integrated Special Education Policy 2009 to provide special education for special children's. JPUF has been paying 100% salary of 837 teachers and staff of 62 special schools including Proyas since February 2010. There are 50 Intellectually Disabled Persons school for the welfare of Intellectually Disabled (SWID) Bangladesh, 7 inclusive schools of Bangladesh Protibondhi Foundation (BPF), 1 Proyas (Special school in Dhaka Cantonment) and 4 in other places. Number of students of these schools are 7709. Special cares are taken for ASD Children and also taught under this policy in these schools.

### **Autism Related Training**

Different training programs have been implemented since 2009 by Jatiyo Protibondhi Unnayan Foundation (JPUF), for creating awareness among the mass people regarding autism including other disability. In these trainings, the parents and guardians are being involved along with the disabled community. Under different training programs, till now, 552 guardians/parents including autistic children have been provided these trainings.

### **Counseling Services through video conference**

Using video conference system a team consisting Psychologist, Occupational therapist, Physiotherapist, Speech & Language Therapist provide services to the rural disable persons specially ASD children & their parents and guardians.

### **Seminar and Workshop:**

Till now 12 seminars and workshops were held for the wellbeing of ASD children & their Parents/Guardians. These seminars and workshops were held with coordination and participation of high officials of different ministries, NGO officials and experts of disability sector development.

### **Light It Up Blue**



Blue lighting in JPUF building

Blue colored lighting is arranged in 103 disability service and support centers on the occasion of international autism awareness day including head office of foundation on 2nd April in every year to create awareness about autism. And also various promotional activities are performed. Blue lighting also covers Bangabhaban, Gonobhaban, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Directorate of Social Services and their district offices.

### **Public Awareness**

To aware the public regarding disability distribution of poster, booklet, leaflet and exhibition are being arranged every year by JPUF. With the technical support of Global Autism Bangladesh JPUF has printed & distributed special poster all over Bangladesh having pictorial sign & symptom of Autism.



Pictorial sign & symptom of Autism

### **Extension Programme for ASD Children**

To ensure the empowerment & rehabilitation of disable persons a project namely Construction of Jatiyo Protibondhi Complex is going on in Jatiyo Protibondhi Unnayan Foundation campus by fully GOB fund. After completion of the project (June 2018) ASD children & other NDD persons as well as other PWDs will be benefited having treatment service, rehabilitation & counseling. There will be special school, dormitory, multipurpose hall, physiotherapy center, inpatient department training center and other disable friendly infrastructure & services. After completion of the project ASD children will get more benefit.

Jatiyo Protibondhi Unnayan Foundation whole heartedly working to fulfill the commitment of the disable friendly Government of Bangladesh to establish a happy prosperous country having no discrimination in the society and sustainable development of the country.



## Ministry of Health and Family Welfare

Bangladesh has addressed the issue of Autism Spectrum Disorder (ASD) in a planned manner. It hosted the first Regional Conference on Autism in 2011, which was attended by over 1000 delegates, organized jointly by the Government of Bangladesh, World Health Organization and Autism Speaks. In August of 2012, officials (Joint Secretary and above) were brought together to develop a multi-pronged strategic plan. This led to the formation of a National Steering Committee on Autism and Neurodevelopmental Disabilities. The Steering Committee is guided by a National Advisory Committee and a Technical Guidance Committee comprised of both parents and experts. Through the planned process, Bangladesh has demonstrated that multi-sectoral convergence addressing needs throughout their life span has the maximum impact on the lives of persons with disabilities, their families and the community at large.

The relevant ministries of the Government of Bangladesh are continuing their programs to address autism and neurodevelopmental disorders through a cooperative and collaborative multi-ministerial approach and in coordination with experts and stakeholders.

### **Advisory Committee on Autism and Neurodevelopmental Disabilities:**

An 8-member "Advisory Committee on Autism and Neurodevelopmental Disabilities" headed by Saima Wazed Hossain helps the National Steering Committee develop priorities, design programmes, devise implementation strategies, provide guidance on the appropriate use of resources, and identify necessary resources.

### **National Autism Technical Guidance Committee:**

There is a national level 17-member Autism Technical Guidance Committee whose responsibility is to provide technical support to the Advisory and Steering Committees. Working in specialized group-members are responsible for translating appropriate materials for use in Bangladesh, collating existing materials available in the country and region, identifying needs in the community and setting priorities.

### **National Steering Committee on Autism and Neurodevelopmental Disabilities:**

To implement the action plan adopted in solving autism and neurodevelopment disabilities in Bangladesh and to co-ordinate them, there is a "National Steering Committee on Autism and Neurodevelopmental Disabilities" chaired by Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, consisting of 27 members of 15 ministries/divisions and an organization viz. NGO Affairs Bureau. Till today 17 meetings of the National Steering Committee on Autism and Neurodevelopmental Disabilities were held.

### **Establishment of Autism Cell:**

In order to co-ordinate, integrate, speedy and effective accomplishment of the activities related to autism and neurodevelopmental disabilities, an autism cell has been established temporarily in the MoHFW consisting of DG, one Director and two Deputy Directors and other supporting staffs. Moreover a Chief Coordinator (Joint Secretary) and an Assistant Secretary have also been attached to autism cell. Now to establish the cell, permanent process is going on.

### **Establishment of CNAC and IPNA:**

At the initiative of MoHFW of Govt. of Bangladesh, Centre for Neurodisorder and Autism in Children (CNAC) was established in Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU) to provide medical treatment and conduct training and research related to autism and neuro developmental disabilities. At present this CNAC has been transformed into the Institute of Pediatric Neuro-disorder and Autism (IPNA).

### **Development of tool for early screening of autism:**

To develop tool for early screening of autism, an expert group has been working together. Early screening tools of autism & NDDs is now at final stage.

### **Inclusion of Autism 7th Five Year Plan:**

Autism and neurodevelopmental disabilities have been included in the health sector of 7th Five Year Plan.

### **Pilot Study of Neurodevelopmental Disorders:**

The MOHFW through its three subordinate or allied organizations, viz. Community Clinic Project, Non-communicable Disease Control Program and Bangladesh Medical Research Council supported the conduction of a survey on autism and neurodevelopmental disorders in Bangladesh. The survey included 7,280 children aged 0 to 9 years in selected rural communities of 7 sub-districts (one sub-district in each of 7 divisions of Bangladesh) and 5 urban localities of Dhaka city. The results show prevalence of ASD of 0.15% which varies from 3% in Dhaka city to 0.07% in the rural areas of Bangladesh.

**Shishu Bikash Kendra:**

The "Shishu Bikash Kendra" is the synonym of "Child Development Centre". The MOHFW has already established 15 such centres, one in each of 15 key government-owned medical college hospitals of the country. Besides these centers, in the Institute of Pediatric Neuro-disorder and Autism (IPNA) and Dhaka Shishu Hospital, the function of Shishu Bikash Kendra is running. The vision of this project is to prevent disability, optimize development and improve quality of survival of all children in Bangladesh. These are the model child and family-friendly centers.

**Fast Track Service for Children with Autism:**

A circular has been issued instructing to give the fast track service to the children with autism in all health care centres.

**Information, Education and Communication (IEC) materials:**

Development and printing of Information, Education and Communication (IEC) materials and distribution of the IEC materials to Community Clinics, Upazilla (Sub district) Health Complexes, Districts Hospitals, Medical College Hospitals and Specialized Hospitals has been done. These are poster and booklet on autism.

**Selection of National Celebrities as Autism Ambassadors:**

In order to make the people of the country more aware of autism and neurodevelopmental disabilities some national celebrities have been selected as Autism Ambassadors with whom some TV spots/TV fillers have been developed.

**Observance of World Autism Awareness Day :**

- Light it up Blue is done by DGHS office, specialized hospitals, medical college hospitals, district hospitals, Civil Surgeon Offices & Upazila Health Complexes.
- Discussion meetings & rallies on autism are organized at specialized hospitals, medical college hospitals, district hospitals, and Civil Surgeon Offices & Upazila Health Complexes.
- Awareness building message on Autism Spectrum Disorders are delivered to all the medical students in their first class of the day.

**2016 Situation Assessment of Autism and Neurodevelopmental Disorders in Bangladesh and National Strategic Plan for Neurodevelopmental Disorders 2016-2021:**

With the technical assistance of Institute for Community Inclusion, Massachusetts University of Boston, USA in collaboration with Shuchona Foundation "2016 Situation Assessment of Autism and Neurodevelopmental Disorders in Bangladesh" has been done and "National Strategic Plan for Neurodevelopmental Disorders 2016-2021" has been developed and disseminated on 11 August 2016 where Saima Wazed Hossain, Chairperson of National Advisory Committee on Autism and NDDs in Bangladesh was present as keynote speaker.

**Bhutan Conference:**

An International Conference on Autism & NDDs will be held in Bhutan on 19-21th April, 2017 organized by Ministry of Health and Family Welfare, Bangladesh, Ministry of Health, Bhutan and World Health Organization with the technical support of Shuchona Foundation, Bangladesh and Ability Bhutan Society, Bhutan.

**The theme of the conference is:**

**"Developing effective and sustainable multi-sectorial programs for individuals, families and communities living with Autism Spectrum Disorder and other neurodevelopmental disorders"**

Necessary committees have been formed to hold the conference (Executive Committee, Organizing Committee, Scientific/Technical Committee, Finance Sub-Committee etc). Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Bangladesh and Secretary, Ministry of Health, Bhutan are the Joint Conveners of the Executive Committee where as Prof. Dr. Pran Gopal Datta is the Convener of the Organizing Committee. The Chairperson of National Advisory Committee on Autism and NDDs Saima Wazed Hossain is the Convener of Scientific Committee. Autism Cell is rendering the secretarial services of the conference. The address of the website is [www.andd2017.org](http://www.andd2017.org).

## Ministry of Education

As per the directions from the Honorable Prime Minister of People's Republic of Bangladesh the National Academy for Autism and Neuro-developmental Disabilities (NAAND) project is working to establish a national autism academy in order to make the children with autism and NDDs self-dependant and included in the mainstream education system. The duration of the project is from 2014 to 2019.

The main objective of the project is to ensure the rights of education for the children with autism and NDDs by introducing inclusive education and prepare them as a competent and skilled civilian. The project is carrying out the job to establish a national academy on 3.33 acres land at plot no 4,4A &4B of sector 8 in Rajuk Purbachal New Town area. The infrastructural building work will start soon.

### **Objectives of the project National Academy for Autism and Neuro-developmental Disabilities (NAAND):**

- To establish a full-fledged modern National Academy for Autism and Neuro-developmental Disabilities
- To introduce the children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and Neuro-developmental disabilities (NDD) in mainstreaming education system
- To make the children with ASD and NDDs competent with vocational and other trainings
- To provide residential facilities to students with ASD and NDDs
- To ensure adequate health services
- To ensure the scope of research
- To ensure proper ICT, vocational training facilities to children with ASD and NDD in order to live normal life
- To create awareness and positive attitude
- To build awareness among teachers and parents and by providing training make them skilled and experienced in inclusive education
- To provide training to the teacher for proper addressing of children with ASD and NDD
- To establish a training institution for teachers/parents/service providers
- To provide the alternative skills to ASD and NDD children through sports, music, arts and occupational training.
- Inclusion of the people with ASD and NDDs

### **Proposed Units of the Academy:**

- Building the infrastructure for the academy
- Establishing training institute for teachers/parents
- Accommodation for 200 students with ASD & NDDs
- Ensuring schooling system for 200 students with ASD & NDDs
- Establishing vocational and technical training unit
- Providing outdoor services, educational assessment and other services
- Establish IT lab
- Establish health care unit
- Creating scope for counseling service for parents and students
- Establish child-neurology department and therapy center
- Play ground, gymnasium, auditorium and swimming pool
- Advocacy, networking and research center establishment

### **Infrastructures of Proposed Academy**

- Administrative and academic building (15 storied with foundation)
- 100 seated girl's hostel (6 storied with foundation)
- 100 seated boy's hostel (6 storied with foundation)
- Residence of Director General
- Accommodation of officers and staffs (10 storied with foundation)
- 500 seated auditorium with international standard
- 02 specialized swimming pools
- Play ground
- Power Station
- Solar Plant

### **Role of NAAND in Preparing Policy on ASD & NDD:**

- Selection of ASD & NDD related works in the work plan of the year 2012-2016 according to National Educational Policy 2010 of Ministry of Education
- Preparing an independent action plan (2016-2020) according to national strategic action plan
- Ministry of Education has issued a circular as per the proposal of NAAND for children with autism & NDD (Autistic, Down Syndrome and Cerebral Palsy) where
  1. 30 minutes extra time is being allotted in public examination for children with autism
  2. Parents/teachers could be present if needed
- As per the initiative of project the stipend is raised from BDT 370 to BDT 500 for the students with ASD & NDDs
- Preparing the overview for the inclusion of students with ASD & NDDs in the mainstreaming education.

### **NAAND project started its work from June 2014 and continuing till date accomplishing below:**

#### **1. DPP Amendment:**

Approval of the name "National Academy for Autism and Neuro-developmental Disabilities (NAAAND)" at ECNEC meeting held in 24 May 2016.  
Project implementation period has been extended from December 2016 to December 2019.

#### **2. Action Plan for 2016-2020:**

Ministry of Education has prepared specific programs, resource mapping and capacity building development plan for 2016-2020.

#### **3. Purchase of Land and progress of related works:**

- The registration of 3.33 acres land located at sector 8 of RAJUK Purbachal New Town has been completed on 22 September 2016 and mutation is under process.
- Flating and fitting the land is going on.
- The submission of final RFP for the design of Academy is done on 12 February 2017. After evaluation of RFPs, the consultancy firm will be selected.
- Infrastructural program to be launched to build the academy by the FY 2016-17

#### **4. Preparing 150 Master Trainers on ASD & NDD:**

- In FY 2015-16, a total of 100 master trainers (BCS general education cadre officers and parents) has been trained through a 6 days long training course.
- In FY 2016-17, a total of 50 master trainers (BCS general education cadre officers and parents) has been trained through a 10 days long training course.
- Master trainers are now conducting orientation workshop held at Upazillas and parents and teachers training held at TTC, BMTTI and HSTTI.

#### **5. Parents and Secondary school & Madrasha Teachers training (2460 person):**

- In FY 2015-16, from 46 training program (3 days long) a total of 2300 teachers of secondary & madrasha and education officer have been given training on ASD & NDDS.
- In FY 2016-17, from 4 training program (5 days long) a total of 160 teachers of secondary & madrasha and parents have been given training on ASD & NDDS.

#### **6. Awareness Program:**

- A workshop seminar on "Preparing the overview for the inclusion of students with ASD & NDDs in the mainstreaming education" held at International Mother Language Institute, Dhaka. 300 participants attended the workshop which includes headmaster/super of secondary school/madrasha, parents and teachers of children with ASD, specialists, master trainers and government officials.
- Orientation workshop has been organised to 211 Upazilla where the number of participants were 21,200. The objective of the workshop was to raise the awareness about ASD & NDDS.
- A national level seminar (150 participants) was organized at NAEM, Dhaka. The participants were government and non-government officials, professionals, master trainers, teachers and parents.
- Parents of children with ASD, teachers, headmasters/assistant head master, super/assistant super, district education officer, upazilla education officer and divisional government high officials participated (350 participants) at the divisional workshop held in Khulna.

#### **7. World Autism Awareness Day:**

- 9th World Autism Awareness day-2016 was celebrated on April 2, 2016. In 2 programs the participants were student with ASD & NDD, teachers and parents, head master/assistant head master/super/assistant super, district education officer, upazilla education officer and government high officials.
- Ministry of education issued a notice to light up blue to educational institutions on 2 April 2016, World Autism Awareness day 2016. Education institutes all over the country including Directorate of Secondary and Higher Education lit blue light.

#### **8, Others:**

- Now the various training course of NAEM, TTC, HSTTI, BMTTI under ministry of education includes 2/4 session on ASD & NDD which helps to raise awareness among education officers and teachers.
- A brochure has been published about ASD & NDDs and distributed among related institutions/organizations/participants of training and workshop program.
- NAAND has a official website [www.autismnaand.edu.bd](http://www.autismnaand.edu.bd)

#### **SUMMARY:**

- SDG-4 will be reflected in serving the children with autism and NDDs once the national autism academy commenced.
- Specialized education, establishment of training institute, special schooling, technical and vocational training, IT training, pre schooling, counseling and research work will be accommodated in the academy
- NAAND will play role for the institutions serving nationally to the students with autism and NDDS
- NAAND could directly work with the students with ASD & NDD once the academy is established. Currently services and benefits to the special children are provided through awareness program, training of teachers and parents and various programs. As a result 28 children with ASD & NDD participated in SSC examination held in 2017 whereas in 2016 SSC examination the number was 11.

## Ministry of Woman & Children Affairs

Ministry of Women & Children Affairs is taking and implementing relentless activities for the development of Women and children across the country. These activities are contributing a lot for the overall socio-economic development of women and children from grassroots level to national level. To this end National Women Development Policy 2011 and the National Children Policy 2011 have been adopted. In these documents issues related to the development of women and children with disabilities are included. Autism & Neuro development Disabilities are hindrance for the physical and psychological development of children. To overcome the obstacles, we should give emphasis to ensure social safety and enabling environment for children on an urgent basis. Therefore, the Ministry of Women and Children Affairs along with concerned other ministries has taken some important activities is working relentlessly for the development of the autistic children.

2. The Ministry of Women and Children Affairs has taken the following measures to prevent autism and to create positive environment for them:

- 1 Provide Maternity allowance for the poor mother in rural areas and fund for supporting the lactating working mother in urban areas.
- 2 Vocational training and rehabilitation through VGD programme.
- 3 Maternity leave for the working women has been extended to ensure delivery of healthy baby.
- 4 Provide consultancy support to ensure good health through Uthan Boithak (meeting at the yard).

3. Presently Ministry of Women and Children Affairs has taken the following measures to mitigate Autism from Bangladesh.

- 1 Bangladesh Shishu Academy & Early Learning Child Development Project of MOWCA had jointly organized a training of master trainers on 'Inclusive Education' for all children with disability from 28 February to 3 March 2013. This training was targeted to give special emphasis for the children with Autism spectrum disorder and other neuro developmental disabilities.
- 2 To create and accelerate awareness on autism among the mass people regular 'Uthan Baithak' (meeting at the yards) are being organised.
- 3 Parent's orientation programmes are being organised for the parents/care givers in the day care centers.
- 4 Children with disability (including autism) are being admitted in the Early Learning Centers of the ministry. If autism is identified, they are sent for referral to IPNA, BSMMU. They are referred to appropriate institution for proper investigation, treatment and follow-up.
- 5 Autism issues are integrated in the ongoing ELCD and EECR Project.
- 6 Special discussion meetings with local stakeholders were held in Veramara Upazilla under Kustia, Monirampur Upazilla under Jeshore and Tala Upazilla under Satkhira District on 16 to 17 November 2014, Chaired by Chairman, JMS.
- 7 Special Chapter has been incorporated in life skill Training Module for the all subornate departments of the MOWCA.
- 8 TOT course on this issue has been provided to the trainers of adolescent club. Special chapter on autism has been included in this regard.
- 9 People are aware/sensitised under all social safety net programmes run by the Department of Women Affairs
- 10 National Training Academy of DWA is organizing orientation classes for the DWA officers by the clinical psychologist of OCC (One stop Crisis Center) to identify and counseling the Autism child.
- 11 Topics on Autism and Neuro-Developmental Disabilities will be incorporated in the regular training curriculum of DWA. Training will be given to all the officers of DWA by experts on autism.
- 12 If necessary, autistic children with their mothers will be given short safe shelter under women support program of DWA. Autistic children, who have given shelter will be provided free medical support by the medical officer of women support program. Clinical psychologist of OCC may also counsel them if required.

- 13 Children who need special support are given training on art course at the central office of Bangladesh Shishu Academy. Moreover, the local offices at upazila and district headquarter, programmes are organised to aware people. In addition music, art and dance competitions are arranged in these offices. Children with special needs attend these programmes.
  - 14 Various awareness programmes, along with many competitions such as art, recitation, dance song etc., have been arranged at District and Upazilla level offices in BSA. Many children with special needs have participated in these program
  - 15 World autism day is observed.
4. A Five Year Plan has been formulated to mitigate autism and related conditions that identified some specific activities for future.
- 1 Preparation of a index for identification of all kinds of disability including autism. TOT programme for master trainers and other officers of MOWCA and subordinate offices of MOWCA.
  - 2 Conduct awareness programmes to prevent autism by means of safe delivery and restraint of child marriage.
  - 3 Implement effective help line services for emergency services to autistic children.
  - 4 Collection of information about children with disability including autistic children by the office personnel under the MOWCA.
  - 5 Creation of mass awareness to all including children and guardians.
5. For the development of children specially the children with Autism & Neuro developmental Disabilities, all sections of people should come forward along with Action Plan formulated by the Ministry. A Nation can't advance by ignoring a section of people. We should think that the children who needs special care they are also our asset. So it is very important to ensure social security and co-operation for the children with Autism & Neuro Developmental Disabilities. If all sections of people come forward to development of special needs children, we can introduce new chapter.

## Autism: Identification and Care

Md. Golam Rabbani<sup>1</sup>  
Helal Uddin Ahmed<sup>2</sup>

### A boy name 'A'

A boy name 'A', three years of age, though not able to talk properly. He can't make a meaningful sentence by using two words. Some time he repeats others questions or comments and does same behavior repeatedly like swing his hand several times without any cause. 'A' is not response when call by his name, not plays with peers and have no eye to eye contact with parents or others. Wants to follow a stereotype routine every day and show aggression if the routine is not followed. Occasionally he shows anger without any cause.

### What is Autism

Autism or Autism Spectrum Disorder is a one type of Neurodevelopmental Disorder where people face difficulty in initiating communication with people and in the environment and social context. Moreover, they frequently engaged in same activities in a rigid fashion.

According to research findings of United States of America reported the prevalence of autism spectrum disorder in the United States in 1 in 68 children. Autism is also prevalent in Bangladesh.

Second April is the World Autism Awareness Day. United Nation is observing this day all over the world since 2007. United Nation declared the theme of the day for this year as "Toward Autonomy and Self-Determination. The third and twelve article of United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD) described the privileges and legal equal rights of the person with disability. Bangladesh has undersigned country of the convention.

### Prevalence of Autism: Worldwide

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA identify around 1 in 68 American children as on the autism spectrum- a ten-fold increase in prevalence in 40 years. Autism is four to five times more common among boys than girls. An estimated 1 out of 42 boys and 1 in 189 girls are diagnosed with autism in the United States. Autism affects over 3 million individuals in the USA and tens of millions worldwide.

### Autism in Bangladesh

Few years ago autism was a little-known issue in Bangladesh. Now, autism has drawn more attention due to its' ever-growing prevalence and burden concern. There was a limited understanding in Bangladesh regarding the nature of autism and its burden to the individual, family and community five years ago. The shortage of reliable and comparable data on autism in the entire South East Asian Region in general and in Bangladesh, has perhaps been responsible for the absence of planning, commitment and resource allocation (financial, infrastructural and human). But the current scenario is changing day by day. Policy makers have taken significant initiative for the betterment of children with autism.

There are few studies on autism prevalence in Bangladesh and the brief summary of those studies as follows:

Year	Types of study	Investigators	Prevalence	Conducted by
2005	Epidemiological	Mullick MSI & Goodman R.	2/1000	Investigators
2009	Community Based, Sub National level-38 Upazila in Dhaka Division	Rabbani MG, Alam F, Ahmed HU et al.	8.4/1000	World Health Organizations & National Institute of Mental Health
2013	Epidemiological, 7 divisions and Dhaka city area	Naila Zaman et at.	1.55/1000 (Overall) 0.68/1000 (Rural Area) 30/1000 (Dhaka city)	Non-Communicable Disease Control Program, Directorate General of Health Services. Revitalization of Community Health Care Initiatives in Bangladesh Medical Research Council

### Causes of Autism

The exact causes of autism spectrum disorder (ASD) are unknown, although it is thought that several complex genetic and environmental factors are involved. Moreover it has been postulated that low birth weight, advanced parental age during conception, oxygen deprivation during birth, malnutrition of pregnant mother and newborn also other risk factors for autism.

### Screening and Diagnosis of Autism

Screening of Autism can be done by-

- Health workers/ Paramedics/ Health Assistants/ SACMO/ Community Health Care Providers
- Others (Teachers, Parents, Community leaders, Social workers, Students etc.)

Diagnosis of autism made by only-

- Specialist physicians (Psychiatrists, Neurologists, Pediatric Neurologists, Child Psychiatrists, Pediatricians etc.)
- Physician
- Any physicians trained on Autism diagnosis and management

### Screening and Diagnostic steps

















History, sign-symptoms, clinical examination, investigation (to exclude differential diagnoses), management planning.



## Sign-Symptoms

### Early signs:

- By 6 months: No big smiles or other warm, joyful expressions
- By 9 months: No back-and-forth sharing of sounds, smiles or other facial expressions
- By 12 months: Lack of response to name
- By 12 months: No babbling or "baby talk"
- By 12 months: No back-and-forth gestures, such as pointing, showing, reaching or waving
- By 16 months: No spoken words
- By 24 months: No meaningful two-word phrases that don't involve imitating or repeating

<p><b>Lack of Social Interaction , Not Play with peers</b></p> 	<p><b>Lack of eye contact</b></p> 	<p><b>Delayed language development/ Poor language development/ No Response after calling by name</b></p> 	<p><b>Attraction to specific things</b></p> 
<p><b>Hypersensitivity or Under-sensitivity to the sound or noise</b></p> 	<p><b>Hypersensitivity or Under sensitivity to touch</b></p> 	<p><b>Talking same things repeatedly / Stereotype behavior</b></p> 	<p><b>Don't want to stay at lap of parents</b></p> 
<p><b>Don't want to share enjoyable things and play with others</b></p> 	<p><b>Attention Deficient and/or Hyperactivity</b></p> 	<p><b>Unable to understand the situation</b></p> 	<p><b>Impulsivity</b></p> 
<p><b>Inappropriate Playing</b></p> 	<p><b>Follow own routine/ Stereotype behavior</b></p> 	<p><b>Behavioral disturbance/ Inappropriate crying or laughing</b></p> 	<p><b>Self mutilating behavior (biting, head banging, hair pulling)</b></p> 

## Red Flags

The following red flags may indicate a child is at risk for an autism spectrum disorder and is in need of an immediate evaluation.

### Impairment in Social Interaction

- Lack of appropriate eye gaze
- Lack of warm, joyful expressions
- Lack of sharing interest or enjoyment
- Lack of response to name

### **Impairment in Communication**

- Lack of showing gestures
- Lack of coordination of nonverbal communication
- Unusual prosody (little variation in pitch, odd intonation, irregular rhythm, unusual voice quality)

### **Repetitive Behaviors and Restricted Interests**

- Repetitive movements with objects
- Repetitive movements or posturing of body, arms, hands or fingers

Appropriate clinical examination and relevant laboratory investigation is required to confirm the diagnosis of Autism Spectrum Disorders and making appropriate treatment plan. A holistic management approach extends from a general management approach for daily livings and a specific management focusing the child's specific needs.

### **General Management**

Screening	Possible case of Autism by trained physicians / paramedics / any body
Diagnosis	Specialists (psychiatrists / pediatricians / neurologists) or physicians trained in Autism
Planning of treatment	Education / behavior shaping / nutrition / speech therapy / occupational therapy / medication / psychotherapy / involve parents, teachers, social workers etc.

### **Specific Management**

- Medical management- drugs
- Psychological management- music therapy, daily life therapy, facilitated communication, sensory integration, applied behavior analysis

### **Guidance to Family / Parents**

- Don't keep the symptoms secret, take a coordinated decision in family, don't blame yourselves, keep patience, socialize child, encourage child to participate in social activity, play with the child, basic life skill training, training of parents themselves

### **Co-morbid Symptoms or Conditions**

High rates of co-morbidity

- Tic disorders (9%)
- Seizures (to 25%)
- ADHD (30-75%)
- Affective Disorders (25-40%)
  - e.g. depression or anxiety
  - higher in HFA / Asperger's
- GI problems (10-60%)
- Sleep Disturbance (50-75%)
- Challenging Behaviors (10-35%)

### **Prime achievements of Bangladesh regarding autism**

- National Strategic Plan for Neurodevelopmental Disorder 2016-2021 Prepared for the Government of Bangladesh at the request of its National Steering Committee for Autism & NDDs with the technical support of Institute for Community Inclusion- UMass Boston IN COLLABORATION WITH SHUCHONA FOUNDATION, MAY 15, 2016.
- The Global Autism Public Health (GAPH) Initiative and the South Asian Autism Network (SAAN) was introduced at the conference with the goal of identifying challenges and developing solutions in a collaborative fashion across the region.

- On May 30, 2014 the executive board of the World Health Assembly adopted the resolution "Comprehensive and Coordinated Efforts for the Management of Autism Spectrum Disorders (ASD)". This resolution has proposed by Bangladesh in 2013. Mrs. Saima Wazed Hossain, Chairperson of the National Advisory Committee on Autism in Bangladesh spearheaded a truly global push for support for this resolution.
- Establishment of IPNA (Institute of Pediatric Neurodisorder and Autism in the BSMMU in Dhaka, Bangladesh.
- Enacted Disability Act 2013 and Autism Welfare Trust Act 2013 in National Parliament of Bangladesh.
- Enacted Neurodevelopmental Disability Protection Trustee Board Act, 2013 to protect the rights of person with neurodevelopmental disabilities specially Autism, Down Syndrome, Cerebral Palsy and Intellectual Disability.
- In 2011, Dhaka hosted a large international conference on autism and NDDs that was coorganized by the Government of Bangladesh (GoB), the World Health Organization (WHO) and Autism Speaks. There were more than 1,000 delegates from 26 countries.
- Formation of a National Advisory Committee (NAC) on Autism and Neurodevelopmental Disabilities, under the chairmanship Mrs. Saima Wazed Hossain. The NAC was organized into four task forces (awareness and advocacy, education, services and research) and members helped identify and develop consensus on community priorities from these four perspectives.
- Inter-ministerial Coordination Committee (IMCC) was formed on April 2012, and formally renamed the National Steering Committee on Neurodevelopmental Disabilities and Autism in August 2012 under the Ministry of Health.
- Nationwide 'Disability Census' organized by ministry of social welfare.
- Ongoing training program for health professionals and multiple advocacy workshop arranged by Non-Communicable Diseases Control Program of Directorate General Health Services (DGHS), Bangladesh.

1. Professor of Psychiatry, Chairperson, Neurodevelopmental Disability Protection Trustee Board, Bangladesh.

2. Assistant Professor of Child Adolescent & Family Psychiatry, National Institute of Mental Health, Dhaka, Bangladesh.

## AUTISM WELFARE FOUNDATION (AWF)

Established on April 4, 2004 Autism Welfare Foundation (AWF) is a non-profitable, non-government, voluntary welfare organization, formed with the aim of training and educating autistic children to perform their maximum strengths and interests, and making them able to support themselves.

AWF is dedicated to increase public awareness about autism. The Training and Education centre of AWF provides intensive training and education for autistic children and adolescents. This training and education centre emphasizes a highly structured program where teacher student ratio 1:1.

This program also gives emphasis on communication skill, social skill, behavior and functional academics.

The foundation also runs a vocational training centre for students above 12 years old. Other adult activities are secretarial job, work in cafeteria, gardening etc.

### Present Activities of AWF

- Creates mass awareness among parents, professionals, social worker and general public for better understanding of autism.
- Offers diagnosis and assessment of autistic children.
- Runs education and training centre.
- Runs Early Intervention Program for children below the age of 5.
- Runs Adult Activity Program and Vocational Training Program for older children and adolescents with autism.
- Arranges Teacher Training Program.
- Arranges Parent Training Program.
- Arranges Parent-Teacher Workshop.
- Arranges seminar, workshop.
- Special classrooms for more able Autistic Students.
- Offers Package Program for autistic children and adolescents from different areas of Bangladesh who are unable to attend the training centre of AWF.
- Provide outing program for students of AWF for improving social behavior.
- Publishes News Letter.
- Integrates more able autistic children into normal school.
- Offer free service for poor autistic children.
- Establishment of "Free Saturday schooling" for under privilege Autistic children & adolescent.
- Runs Early stimulation program for five year children below the age five.
- AWF own complex is under construction.

### Present Activities of AWF

- Continuation of construction of AWF complex.
- Establishment of more Training and Education centre in Bangladesh.
- Establishment of a regular school beside AWF.
- To arrange residential setting for adults with autism.
- Offers job opportunities for adult with more able autism person in different sectors.
- Runs inclusive education beside special education in AWF.

## SEID (Society for Education and Inclusion of the Disabled)

SEID is a non-government voluntary development organization working for social inclusion and promoting rights of underprivileged children with autism, Down syndrome, cerebral palsy and intellectual disability (Neuro-developmental disabilities or NDD) since 2003. Through its community based therapy schools, SEID provides various support services like pre-primary and special education, vocational training, physiotherapy, transport, food, medical supports etc to the children with such disabilities from the marginalized community. With the support provided under different projects, SEID is successful in enrolling a number of 63 children with neuro-developmental disabilities into mainstream schools in 2016 whereas 29 children with such disabilities till date in 2017.

SEID also works to promote the self advocacy of persons with NDD and provide different training to enhance their leadership skill. Besides these, SEID focuses on developing them as skilled human resources for the country through advocacy for employment generation. The advocacy programs are directed towards the inclusion of children/persons with neuro-developmental disabilities in mainstream development, social rehabilitation and to remove the existing cultural barriers. Alongside these activities SEID develops education materials, publishes information handbooks, produces documentaries and conducts relevant research and studies from time to time.

## SWID Bangladesh

Society for the Welfare of the Intellectually Disabled, Bangladesh (SWD Bangladesh) is a pioneer national organization recognized by the government of Bangladesh working for the cause of Intellectual Disabilities & Autism (Neuro-Developmental Disabilities) since long. It is organizing 347 special schools throughout the country and the beneficiaries raised about 15000. welfare, rehabilitation and preserved equal rights of the intellectually disabled in the society through special education and training. The Ministry of social Welfare, Govt. of Bangladesh is funding as salary support to 554 teaching staff of its 50 schools including central institute at Dhaka for implementation of the SWID's activities.

### Special Education for the Autistic & Intellectually Disabled Students:



SWID promoting special education and training for the intellectually disabled & autistic students through special integrated and inclusive education classes including Mother & Child, Vocational Training for improvement of their self help skill, cognitive skill, social & communication skill, pre-primary education by individual education plan (IEP) and Activities of Daily Life (ADL).

#### **Clinical Services:**

Organizing the clinical services including assessment of special child, speech therapy, physiotherapy, occupational therapy, social awareness about disabilities and its prevention, research, publication, teachers training programmes and SWID Laboratory Model school under the National Institute for the Intellectually Disabled & Autistic (NIIDA).

#### **SWID Teachers Training College**

SWID organizing 'SWID Special Education Teacher Training College (B.S.Ed. course)' under the National University.

#### **SWID Welfare Trust**

It is organizing a 'Trust for the Welfare of the Intellectually Disabled (TWID)' for rehabilitation and independent living of the Intellectually Disabled as self reliant in absence of their parents through home training under this Trust.

#### **Sports & cultural Activities for the Intellectually Disabled & Autistic Students:**

SWID arrange the divisional and national annual sports & cultural competition for development of the sports and cultural skill besides their special education and training. As a result the autistic & the intellectually disabled athletes are participating the World Special Olympic Games since 1991. They have own 164 gold, 97 silver and 74 bronze medals in 6 times World Special Olympic games up to 2013 held in USA, China, Ireland, Greece and Asia pacific games in Australia. They also participate the national scouts

The cultural performers are participating the national cultural programmes in observance of various National & International Days arranged by Bangladesh Shishu Academy, Bangladesh Shilpokala Academy. They also participating the International Cultural Festival and Dance programmes since 2009 regularly held in New Delhi arranged by ALPANA (Association for Learning Performing Arts & Normative Action) and Anjali at Bhubaneswar.



#### **Some Achievements:**

- 1 SWID has established 347 special schools under its branches located at Zila Sadar, Upa-Zila and Union Parishad for the children with autism & intellectual disabilities covering 54 districts through best cooperation of community people of all sectors and specially local Hon'ble Minister, Member of the National Parliament of Bangladesh, social workers and philanthropists. They came forward with own efforts including fund/ land for involvement in the welfare & rehabilitation activities of the autistic & intellectually disabled and make the society inclusive.
- 2 SWID has started integrated and inclusive education classes in the Government Primary School (Dhaka- 4, Chittagong- 2, Rajshahi- 1) allocated by the Ministry of Education and trained up the teachers of some primary schools on permission of the Department of Primary & Mass Education.
- 3 A good number of adult autistic & intellectually disabled persons have been rehabilitated with vocational works i.e. home based works, paltry, shops, agriculture, job in garments and pharmaceuticals industry as a sincere worker.



নাম: নাজিম আহমেদ সাদ, জন্ম তারিখ: ২৫/০৬/১৯৯৭  
বৈশিষ্ট্য: অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার



সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগিতায়:



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড  
সোনালী ব্যাংকিং এ সর্বদায় সঙ্গত নহী  
website: www.sonali-bank.com.bd



জনতা ব্যাংক লিমিটেড  
ইসলামে আপনাকে বিশ্বাস অংশীদার  
website: www.janatabank-bd.com



আগ্রানী ব্যাংক লিমিটেড  
দেশ ও ছাড়িয়ে পেরে এগিয়ে যাব  
website: www.agrabank.org



রূপালী ব্যাংক লিমিটেড  
অগ্রিম সেবার বিশ্বস্ততা  
website: www.rupali-bank.org



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক  
কৃষি উন্নয়নে সর্বদায় সঙ্গত নহী  
website: www.kribi-bank.org.bd